NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ কাশ্মীরে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়েছে : জেপি নাড্ডা

রোহিঙ্গা-জিহাদি ইস্যুতে ফের তৃণমূলকে তোপ শমীকের ৩

কলকাতা ৩১ জুলাই ২০২৫ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.07.2025, Vol.19, Issue No. 52, 8 Pages, Price 3.00

বুধবার কল্যাণী এইমসের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ ট্রাম্প-শুল্ক

‘বন্ধুরাষ্ট্র’কে জরিমানারও হুমকি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। হলও তা-ই। ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিল আমেরিকা। বুধবার বিকেলে (ভারতীয় সময় অনুসারে) এই শুল্কহার ঘোষণা করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ১ অগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কেন ভারতের উপর এই শুল্ক চাপানো হল, নিজের সমাজমাধ্যম পোস্টে সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প। ওই শুল্কের পাশাপাশি ভারতের উপর একটি জরিমানা চাপানো হবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও কী সেই জরিমানা, তা সমাজমাধ্যম পোস্টে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেননি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

ভারতীয় সময় অনুসারে বুধবার বিকেলে সমাজমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এর পাতায় ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। সেখানে ভারতকে ‘বন্ধুরাষ্ট্র’ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তবে রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে অসন্তুষ্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি ট্রাম্পের দাবি, মার্কিন পণ্যের উপর ভারতীয় বাজারে চড়া হারে শুল্ক নেওয়া হয়। সেই কারণেই আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য আমদানির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সমাজমাধ্যম পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, বছরের পর বছর ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা তুলনামূলক ভাবে খুব কম হয়েছে। কারণ ওরা অনেক বেশি শুল্ক নেয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হারে শুল্ক নেওয়া দেশগুলির মধ্যে একটি। ওদের সঙ্গে ব্যবসায় অনেক বিরক্তিকর বাধা রয়েছে, যার সঙ্গে আর্থিক কোনও সম্পর্ক নেই। এ ছাড়া, ওরা সব সময় নিজেদের সামরিক সরঞ্জামের একটি বড় অংশ রাশিয়া থেকে কেনে। রাশিয়ার জ্বালানি সবচেয়ে বেশি কেনে ওরা। চিনের থেকেও কেনে। যখন সকলে চাইছে রাশিয়া-ইউক্রেনে হত্যালীলা বন্ধ করুক, তখন এ সব কাজ ভাল নয়। তাই ভারত ২৫ শতাংশ শুল্ক দেবে এবং উল্লেখিত বিষয়গুলির জন্য একটি জরিমানাও নেওয়া হবে ১ অগস্ট থেকে।’

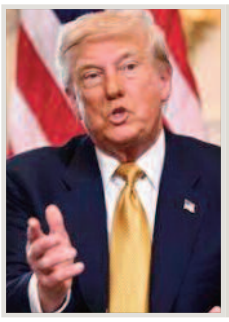

মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, বছরের পর বছর ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা তুলনামূলক ভাবে খুব কম হয়েছে। কারণ ওরা অনেক বেশি শুল্ক নেয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হারে শুল্ক নেওয়া দেশগুলির মধ্যে একটি। ওরা সব সময় নিজেদের সামরিক সরঞ্জামের একটি বড় অংশ রাশিয়া থেকে কেনে। রাশিয়ার জ্বালানি সবচেয়ে বেশি কেনে ওরা। চিনের থেকেও কেনে।

উল্লেখ্য, বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে আমেরিকার তরফে চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল ১ অগস্ট। তবে নানা জটিলতায় আটকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হয়নি ভারতের। এই পরিস্থিতিতে ভারতের উপর শুল্ক চাপানো হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ‘হ্যাঁ এমনটা হতে পারে।’ হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের উপর শুল্কবোমা ছুড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, রাশিয়া থেকে কমদামি তেল কেনার ‘সাজা’ হিসাবেই ভারতকে এই অতিরিক্ত শুল্ক গুণতে হচ্ছে।

ফেরার পথ বন্ধ করেই সাফল্য সেনার

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী ৩ জঙ্গিদের পাকড়াও করার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল। কোনওভাবেই তারা যাতে পালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে গোপন সুড়ঙ্গ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা থেকেই এসেছে সাফল্য। বুধবার সরকারি সূত্র উল্লেখ করে এমনটা জানিয়েছে এনডিটিভি। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে গত সোমবার সফল হয়েছে ভারতীয় সেনার অভিযান ‘অপারেশন মহাদেব’। তাতে তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, ওই তিন জঙ্গি পহেলগাঁওয়ের হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে, বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে এ বিষয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হয়েছে সরকার।

কিন্তু কী ভাবে এত দিন জঙ্গিদের কাশ্মীরেই আটকে রাখা হয়েছিল? কেন তিন মাসেও তারা কাশ্মীর ছেড়ে পালাতে পারেনি? নিহত তিন জঙ্গি; সুলেমান, আফগানি এবং জিব্রান পাকিস্তানি নাগরিক। তাদের কাছ থেকে এম৯ এবং একাধিক একে৪৭ পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলার পর থেকে তারা গা-ঢাকা দিয়েছিল। সূত্রের দাবি, পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর আট কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পথ চিহ্নিত করেছিল সেনাবাহিনী। সেই পথ দিয়ে পহেলগাঁওয়ের অভিযুক্তদের পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছিলেন বাহিনীর আধিকারিকেরা। ফলে ওই পথে নজরদারি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেখান দিয়ে ফেরার ঝুঁকি আর নেয়নি জঙ্গিরা। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি গোপন সুড়ঙ্গ চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেগুলি কৌশলে আটকে দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, গোপন সুড়ঙ্গগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি খুঁড়ে ফেলেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। ফলে সুড়ঙ্গগুলির মুখ জলে ভেসে যায়। সেগুলি আর ব্যবহার করতে পারেনি জঙ্গিরা। সেই কারণেই দীর্ঘ দিন তারা আটকে ছিল কাশ্মীরে। বেরোনোর সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জঙ্গিদের অবস্থান চিহ্নিত করতে গোয়েন্দাদের সাহায্য নিচ্ছিল সেনাবাহিনী। মূলত জঙ্গিদের কথোপকথনে আড়ি পাতা হচ্ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। অবশেষে শ্রীনগরের কাছে তাদের অবস্থান সম্পর্কে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন। গোপন ডেরায় যৌথ অভিযান চালায় সেনা, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সোমবার যে সময়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সংসদে ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, সেই সময়েই শ্রীনগরের অদূরে চলছিল বাহিনীর অভিযান। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে বেশ কিছুক্ষণ।

এবার কংগ্রেসকে বিঁধলেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: মঙ্গলবার সংসদে সিঁদুর-আলোচনায় ভারতীয় সেনার সাফল্যের কথা জানানোর পাশাপাশি কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র জয়রাম রমেশকে ‘চিনা-গুরু’ বলে কটাক্ষ করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

মঙ্গলবার রাহুল গান্ধির করা মন্তব্যের পালটা বুধবার আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ভারতের শত্রু চিন ইউপিএ সরকারের কৌশলগত বন্ধু ছিল।’ নাম না করে জয়রাম রমেশের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন জয়শংকর। বলেন, ‘একজন চিনা-গুরুও আছেন। তিনি সংসদ সদস্য, আমার মুখোমুখি বসেন। ওঁর প্রচুর চিন প্রীতি। ‘চিন্ডিয়া’ বলে একটি শব্দজোটও আবিষ্কার করেছেন। আমার অবশ্য চিন সম্পর্কে জ্ঞান কম, যেহেতু অলিম্পিক থেকে চিনের বিষয়ে শিখিনি। কিছু লোক অলিম্পিক দেখতে গিয়ে চিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তারা কোন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তা এখন আলোচনা করব না।’

এখানেই না থেমে জয়শংকরের কটাক্ষ, ‘ওরা চিনা রাষ্ট্রদূতকে গৃহশিক্ষক রেখেছেখ চিনা-গুরুর বক্তব্য, পাকিস্তান এবং চিন জোটবদ্ধ হয়েছে। আমরা এই বিষয়ে সচেতন এবং ব্যবস্থাও নিচ্ছি। যদিও রাতারাতি (পাকিস্তান-চিনের) জোট বাঁধার কথা বলা মানে ইতিহাসের ক্লাসের সময় ওরা ঘুমোচ্ছিল।’

এদিন রাজ্যসভার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে জবাব দিতে গিয়েই

বিদেশমন্ত্রী বলেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত চলাকালীন কোনও কথা হয়নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে। তিনি বলেন, ‘আমি ওদের বলতে চাই, কান খুলে শুনে রাখুন। ২২ এপ্রিল থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদীজির মধ্যে একটাও ফোনকল হয়নি।’

এস জয়শংকর বলেন, ‘যখন অপারেশন সিঁদুর শুরু হয়েছিল, একাধিক দেশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল যে পরিস্থিতি কতটা গুরুতর তা বোঝার জন্য এবং কতদিন এই সংঘাত চলবে।’ আমরা সব দেশকে একই বার্তা দিয়েছিলাম। ‘যে আমরা কোনও ধরনের মধ্যস্থতায় রাজি নই। আমাদের ও পাকিস্তানের মধ্যে যা হবে, তা দ্বিপাক্ষিকই হবে। আমরা পাকিস্তানের হামলার জবাব দিয়েছি এবং জবাব দিতে থাকব। যদি সংঘাত থামাতে চায়, তবে পাকিস্তানকে অনুরোধ করতে হবে। এবং সেই অনুরোধ ডিজিএমও-র মাধ্যমেই আসতে হবে।’

মৃত ২ জওয়ান

■ **পাহাড় থেকে নেমে আসা বিরাট পাথরের চাঁই আছড়ে পড়ল সেনার গাড়িতে। বুধবার লাদাখে এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ সেনাকর্মীর। একই ঘটনায় আরও ৩ জন সেনাকর্মী আহত হয়েছেন। আহত সেনাকর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত দুই জওয়ানের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ভারতীয় সেনার তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, লাদাখে সেনা কনভয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভানু প্রতাপ সিং মানকোটিয়া এবং ল্যান্স দফাদার দলজিৎ সিংয়ের।**

‘নিসার’-উৎক্ষেপণ

■ **নাসা ও ইসরোর উদ্যোগে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ ‘নিসার’ শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে মহাশূন্যে পাড়ি দিল। বুধবার বিকেল ৫টা বেজে ১০ মিনিটে মহাকাশযাত্রার কথা ছিল ‘নিসারে’র, যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কৃত্রিম উপগ্রহটির উৎক্ষেপণ সফল হয় ৫টা বেজে ৪০ মিনিটে। ইসরোর তরফে এক্স হ্যান্ডল উৎক্ষেপণের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘উৎক্ষেপণ। আমরা উৎক্ষেপণ করেছি!’**

‘বাঙালি নির্যাতনে’ এফআইআর দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঙালি বলে দিল্লির এক শ্রমিকের পরিবারের উপর অত্যাচার শুধু নয়, শিশুকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ হওয়ার পরই অভিযোগ নস্যাৎ করে দেয় দিল্লি পুলিশ। এবার সেই অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ দিল তৃণমূল। তৃণমূলের তরফ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠকে সামনে আসা হল ওই অত্যাচারিত মহিলাকে।

বাঙালি বলে দিল্লিতে নির্যাতন! দিল্লি পুলিশের অত্যাচারের শিকার মালদহের চাঁচলের পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের পাশে দাঁড়ল তৃণমূল ও রাজ্য সরকার। সেখানেই পুরমন্ত্রী জানালেন, ফিরে আসা এই পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সব দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। বাংলার সাধারণ মানুষ যে পরিষেবা পান তা এই পরিবারকেও দেওয়া হবে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ বলেন, ‘ফিরে আসা সবার পেটে ভাত, সবার হাতে কাজ, সবার মাথায় ছাদ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি।’ হেনস্তার শিকার পরিবার কলকাতা পুলিশে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একথা জানিয়ে দিলেন কুণাল ঘোষ। বুধবার তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মাঝে বসে সেই নির্যাতনের বর্ণনা দেন হেনস্তার শিকার সাজনুর পারভিন।

দিল্লিতে মালদহের চাঁচলের সাজনুর পারভিন ও তাঁর শিশুপুত্রের উপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে। তা

সবার প্রথমে সামনে নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন তিনি। সেই তথ্য ভুল বলে দিল্লিতে একটি মামলা করা হয়েছে। সেই মামলা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা সাজনুরের বয়ানেই কার্যত স্পষ্ট। সেই মামলার বিরুদ্ধেও পালটা মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ।

সাজনুর এদিন জানান, ‘প্রথমদিন চারজন এসেছিল। বলা হল, পুলিশের লোক। আধার কার্ড দেখাতে হবে। স্বামীর খোঁজ করা হয়। আপনারা বাংলাদেশি।’

তালিকায় চূড়ান্ত দুর্নীতি, মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে এক বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সম্প্রতি সমস্ত জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের যে স্মারক পাঠিয়েছেন, তা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থার ভয়ঙ্কর অবক্ষয়ের দলিল।

শুভেন্দুর দাবি, নমুনা যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে;ফর্ম ৬ নিষ্পত্তিতে ১৯৬০ সালের ইলেক্টরস অ্যাক্ট অনুসারে আবশ্যিক যাচাই না করেই বহু আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে ভুয়ো ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, বুথ লেভেল অফিসারদের উপর তড়িঘড়ি করে নথি সংগ্রহের চাপ দেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন আধিকারিকরা;যাঁরা রাজ্য সরকারের কর্মী;নিজেদের দায়িত্ব অদক্ষ ও অস্থায়ী কর্মীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ব্লক অফিসে কর্মরত ওসি ইলেকশন এবং দৈনিক মজুরি ভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের হাতে ফর্ম ৬, ৭, ৮-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ তুলে দেওয়া হয়েছে;যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

শুভেন্দু বলেন, ‘ভুয়ো ভোটার সংযোজন ও অস্থায়ী কর্মীদের মাধ্যমে অননুমোদিত হস্তক্ষেপই প্রমাণ করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে দুর্নীতির কতটা গভীরতা। এটি প্রতিটি নাগরিকের নিরপেক্ষ ভোটাধিকারের উপর আঘাত।’ তিনি অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের কাজে বেআইনি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় এদিন সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, দিল্লিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় ১,০০০ বুথ লেভেল অফিসারকে বদল করতে জেলা শাসকদের মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। আর এই নির্দেশ এসেছে নবান্নের মদতে, মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপেই।

বেঙ্গালুরুতে ধৃত আল-কায়দার নারী জঙ্গি

বেঙ্গালুরু, ৩০ জুলাই: গুজরাত পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াডের অভিযানে বুধবার কর্নাটকের বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার হল আল কায়েদার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন এক মহিলা জঙ্গিকে। বছর ৩০-এর ওই মহিলার নাম সামা পারভিন।

বুধবার এই গ্রেপ্তারির তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে গুজরাতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ রমেশভাই সাংভি। এটিএসের তরফে জানানো হয়েছে, সামার গ্রেপ্তারির পর তাঁর মোবাইল থেকে একাধিক পাক আধিকারিকের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। পাকিস্তানিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন অভিযুক্ত মহিলা। এই নিয়ে গত কয়েকদিনে পঞ্চম অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল এটিএস। তদন্তকারীদের তরফে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সামা আদতে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। গত ৩ বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে ভাইয়ের সঙ্গে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। ওই মহিলা মৌলবাদী ও অনলাইনে একাধিক সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাসযোগে এর আগে চার সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাত পুলিশের এটিএস। তাদের বিরুদ্ধেও রয়েছে আল কায়দা যোগের অভিযোগ। অভিযুক্তরা দিল্লির মহম্মদ ফইক, আহমেদাবাদের মহম্মদ ফরদিন, মোসাদার সইফুল্লা কুরেশি ও নয়ডার জেশান আলি। এটিএসের দাবি, এই জঙ্গিরা ভারতের মাটিতে আল কায়েদার নেটওয়ার্ক বাড়ানোর কাজ করছিল। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক-সহ একাধিক সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অপপ্রচার ও নেটিজেনদের প্রভাবিত করার কাজ করত। নিরাপত্তাবাহিনীর নজর এড়াতে ব্যবহার করা হত ভুয়ো সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজন জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বহু মৌলবাদী ও নিষিদ্ধ সংগঠনের বইপত্র।

ধৃতদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ১৩, ১৮, ৩৮ এবং ৩৯ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এ ছাড়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১১৩, ১৫২, ১৯৬ এবং ৬১ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বুধবারই সামাকে হাজির করানো হয় আদালতে।

রাশিয়ায় তীব্র ভূমিকম্প, সুনামির শঙ্কা জাপান-আমেরিকায়

নিউ ইয়র্ক, ৩০ জুলাই: বড়সড় ভূমিকম্প রাশিয়ায়। ৮.৮ মাত্রার বিরাট এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল রাশিয়ার পূর্ব ক্ষেত্র কামচটকা পেনিনসুলা। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আমেরিকা, জাপান-সহ একাধিক দেশে কম্পন অনুভূত হয়। ঘটনার পর রাশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সুনামির বিরাট ঢেউ দেখা গিয়েছে। যার উচ্চতা প্রায় ১৩ ফুট। ঘটনার পর জারি করা হয়েছে সুনামি সতর্কতা। উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে মানুষকে সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।

কামচাটকা ভূমিকম্পের পর রুশ মন্ত্রী লেবেদেব উপকূলের মানুষকে দ্রুত এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বুধবার (ভারতীয় সময়) সকাল ৫টায় রাশিয়ার পূর্ব কামচাটকা উপদ্বীপ এলাকা কেঁপে ওঠে জোরালো ভূমিকম্পে। সেই ভূমিকম্পের পরেই সুনামি আছড়ে পড়ে রাশিয়া এবং জাপানের বেশ কিছু উপকূলে। এ ছাড়া চিন, পেরু, ইকুয়েডরের মতো দেশগুলিতেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আমেরিকার কিছু উপকূলে সুনামির ঢেউ দেখা গেলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। মার্কিন জরুরি বিভাগ জানিয়েছে, সুনামির বিপজ্জনক পর্যায়টি কেটে গিয়েছে। আর বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। যাঁরা সমুদ্রের তীর ছেড়ে সরে গিয়েছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে ফিরতে পারেন। তবে সতর্ক থাকতে হবে সকলকে।

ঘটনার পর এক্স হ্যান্ডলে সতর্কবার্তা জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, ‘প্রশান্ত মহাসাগরে এক বিশাল ভূমিকম্পের কারণে হাওয়াইবাসীদের উদ্দেশে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আলাস্কা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জাপানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য দয়া করে https-//tsunami.gov দেখুন। এবং নিরাপদ থাকুন!’

জাপান, রাশিয়ার পর আমেরিকার উপকূলেও আছড়ে পড়তে শুরু করে সুনামির ঢেউ। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পাশাপাশি ওয়াশিংটন, ওরেগন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে ঢেউ দেখা গিয়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে উত্তাল রয়েছে সমুদ্র। হাওয়াইতে বাজে সাইরেন। ইতিমধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা থেকে মানুষজনকে উঁচু জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) পাপুয়া নিউ গিনি, সলোমন দ্বীপ এবং ভানুয়াটুতে সুনামি সতর্কতা জারি করেছে। বলা হয়েছে, উপকূলের ধারের বাসিন্দাদের তৈরি থাকতে হবে। সমুদ্রে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা দেখা গেলেই সকলকে সরে যেতে হবে উঁচু জায়গায়। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মার্কিন নাগরিক এবং পর্যটকদের উপকূল এলাকা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে।

রাশিয়ায় সুনামি আছড়ে পড়ার পর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে রাস্তা। (ডান দিকে) জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Nazia Khatun W/o. Choudhry Roshan Jamir ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে তার পিতার নাম ভ্রমবশত Choudhry Roshan Jamir এর পরিবর্তে Choudhury Roshan Jamir লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Choudhry Roshan Jamir & Choudhury Roshan Jamir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Chanda (old name) S/o. Late Jitendra Nath Chanda R/o. 123/1, Goala Para Road, Sheoraphuli, Serampore, Hooghly-712223, চ.স্থ নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shyamal Kumar Chanda (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shyamal Chanda & Shyamal Kumar Chanda S/o. Late Jitendra Nath Chanda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Supriya Chanda.

নাম-পদবী

গত ২৮/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Pal S/o. Mahadeb Pal ও Gopal Ch Pal S/o. M. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৭৫৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhalina Hore (old name) D/o. Sangramjit Singha Roy R/o. 27, P.H.B. Sarani, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subhalina Singha Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Subhalina Hore & Subhalina Singha Roy D/o. Sangramjit Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sambhu Singha Roy S/o. Santi Singha Roy ও Sambhu Singharoy S/o. Santi Singha Roy R/o. Dakshin Naldanga, Debanandapur, Chinsurah, Hooghly-712123 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। Dibakar Sinharay is not my name.

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এম.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৩ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিক্ষণ। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

NOTICE

My actual name is Shamshad Begum. Inadvertently my name has been recorded as Shamshad Nazir in Place of my actual name i.e. Shamshad Begum in my discharge Certificate No. PA1800008341 issued by Lady Dufferin Victoria Hospital. By virtue of an affidavit Sworn in the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 17/07/25. Shamshad Nazir and Shamshad Begum is the same and one identical Person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে জুলাই। ১৪ ই শ্রাবন। বৃহস্পতি বার। সপ্তমী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন, অতীতের কোন কাজ নিয়ে আজ অনুশোচনা হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ শ্রীশ্রী শীতলা মাতার সপ্তমী বিহীত কল্পে পুজো। গোস্বামী তুলশী দাস জয়ন্তী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস র প্রয়াণ দিবস।)

CHANGE OF NAME

I, Moniza Shaikh wife of Safikul Sk. Daughter of Md. Monirul Hoque of Milki, Saktipur, Murshidabad, West Bengal, Pin-742163. My actual name Moniza Shaikh which recorded as aadhaar card beig no 3971 7403 6423 and voter card being no zuy2788834 and pan card being no SCDPS7553F and Marriage certificate. My name has been recroded as Manija Manural Haque Haqul in my kotak mahindra bank being A/c- No. 561010089048 and my name has been recorded as shaikh moniza Berhampare executive magistrate affidavit being Sl. No. 1913 Dt. 23/07/2025 moniza shaikh, manija manural haque and shaikh moniza same and identically one.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অসীম সাহা পিতা - মৃত অমিয় রঞ্জন সাহা (জীবিত) সাং - নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ কলোনি পোস্ট ও থানা - নবদ্বীপ জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১৩০২, পক্ষে গত ইং ১৯/০১/২০১৬ তাং নবদ্বীপ A.D.S.R. অফিসের ৪ নং বহির ১ নং ভলুমে ৪ নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার শ্রীমতি অর্পনা বণিক, স্বামী - শ্রী শঙ্কর বণিক সাং - নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ কলনী পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১৩০২, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত 08/07/2016 তাং I-131501432/2016 নং দলীল বলে ২৪ নং ব্রাহ্মনপুরা খতিয়ান নং ৭৩৬ দাগ নং R.S. ও L.R. ৪৯০ এর মোট ১৬.৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন সাবিত্রি সরকার স্বামী - শ্রী বিমল সরকার সাং - শিমুলতলা (ফুলতলা পাড়া) পোস্ট - রোড ষ্টেশন থানা- কোতোয়ালি জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০১, উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে, যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, মহেশগঞ্জ B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং ৩৪৪, হোসেনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০ ১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক পিতা ঁবিমল পাইক বিগত ইংরাজী ২৪শে জুলাই ২০১৯ সালে আলীপুর ৪ নং সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১৯ সালের ০৪৯৪ নম্বর আমমোক্তর নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তর হিসাবে সাং-বরুনালয়া, বি-৫৪, থানা-বাঁশদ্রোণি, জেলা-দক্ষিণ ২৪-পরগনা, কোলকাতা-৭০০০৮৪, নিবাসী শ্রীমতি বানী বন্দোপাধ্যায় ওরফে বানী ব্যানার্জি', স্বামী-শ্রী বিস্বজিত ব্যানার্জি ও বিদিশা ব্যানার্জি, পিতা শ্রী বিস্বজিত ব্যানার্জি, মৌজা-হোগল কুড়িয়া, জে.এল. নং ৬৭, অন্তর্গত এল. আর. ১৪২৬ ও ১৪২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৪৪ নং দাগের ৩ কাঠা ০০ ছটাক ০৭ বর্গফুট জমি Yoshi Realty Private Limited-কে বিক্রয় করেন যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে MN/2025/1615/35931 মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারী হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

ইন দি এ্যাডিশন্যাল কোর্ট অফ সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন চিনসুরা
২০০৮ সালের ২১ নং দেওয়ানী মোকৰ্দ্দমা।
স্বপন কুমার সামন্ত দীগর..........বাদী
(বনাম)
পরেশ চন্দ্র সামন্ত দীগর ....বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বাদী **স্বপন কুমার সামন্ত দীগর** উপরিউক্ত ফাইনাল ডিক্রী ও পার্টিশান কমিশনারের দরখাস্ত করিয়াছেন মোকৰ্দ্দমার **পরেশ চন্দ্র সামন্ত দীগর** বিবাদী গনের বিরুদ্ধে। উক্ত মোকৰ্দ্দমায় ৫ নং বিবাদী **শ্রীমতী বাদল শাসমল**, স্বামী-পঞ্চানন শাসমল সাকিম-গ্রাম-হরিহরপর, পোঃ ও থানা-উদয়নারায়নগর, জেলা- হাওড়া, ৬ নং বিবাদী **শ্রীমতী মালতী জানা**, স্বামী-বীরেন্দ্র নাথ জানা, সাকিম ও পো:- বৈকুণ্ঠপুর, থানা-পুড়শুরা, জেলা-হুগলী। ৭ নং বিবাদী **শ্রীমতী প্রতিমা আদক**, স্বামী- নির্মল চন্দ্র আদক, সাকিমও পো:- মোশিনান (সোদপুর) থানা- পুড়শুরা, জেলা-হুগলী, ৮ নং বিবাদী **শ্রীমতী অসীমা দাস**, স্বামী- সুনীল দাস, গ্রাম- শিবপুর, পো:- মিনতি শিবপুর (উদয়নারায়নপুর), থানা-উদয়নারায়নপুর, জেলা- হাওড়া, ১৩ নং বিবাদী - **সনৎ দে**,(স্বয়ং এবং নাবালক পুত্র **শুভেন্দু দে** এর পক্ষে) সাকিম-গ্রাম -গুড়িয়া (ভাটা) পোঃও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হগলী, ১৭ নং বিবাদী **গঙ্গাধন মুখাৰ্জ্জী**, ১৮নং বিবাদী **নারায়ন মুখাৰ্জ্জী**, ১৯ নং বিবাদী **কমল মুখাৰ্জ্জী**, ২০ নং বিবাদী **জয়ন্ত মুখাৰ্জ্জী**, ২১ নং বিবাদী **মহাদেব মুখাৰ্জ্জী**, ২২ নং বিবাদী **মধু মুখাৰ্জ্জী**, সর্ব পিতা- স্বর্গীয় কানাই লাল মুখাৰ্জ্জী, সর্ব সাকিম-গ্রাম- ধান্যয়ন, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, আপনাদের উপর উক্ত মোকৰ্দ্দমার আদালতের নোটিশ জারী না হওয়ার কারনে আপনাদের জানানো যাইতেছে যে অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

চিররঞ্জন ঘোষ (এ্যাডভোকেট)
চিনসুরা জজ কোর্ট
পার্থ সারথি পাল (সেরেস্তাদার)
এ্যাডিশন্যাল কোর্ট অফ সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন চিনসুরা

KOTALPUR VIDYASAGAR TEACHERS TRAINING COLLEGE

Kotalpur, Hooghly, 712410

Wanted faculties (B.Ed. Section) for method subjects: Hindi-01, Education-01, Mathematics-01, Political Science-01, Sanskrit-01, Physical Science-01.
Qualification: As per NCTE Norms. Send CV by Email:- **kotalpurcollege16@gmail.com**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে- ১) অবনী তেওয়ারী পিতা-ঁসন্তোষ তেওয়ারী, সাং- শুকনাতোড়, পোঃ- ডিগ্রী, থানা-গড়বেতা জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কে আমমোক্তারনামা সাহার নং- IV, ২৮ তাং- ১৯/৪/৯১ সাবরেজিস্টার গড়বেতা মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন- ১) ইলা মিশ্র, স্বামী- ঁবালেশ্বর মিশ্র সাং- পান্ডবেশ্বর, পোঃ ও থানা- অন্ডাল, জেলা- বৰ্দ্ধমান ২) নীলা দুবে, স্বামী ঁপরমানন্দ দুবে ৩) শীলা দুবে, স্বামী- বিশ্বনাথ দুবে, সর্বসাং + পোঃ- মাঙ্গো জেলা- সিংভূম, ঝাড়খণ্ড।
তাহাতে কারো যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ১৪ দিনের মধ্যে বি.এল. এল. আর ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজ পত্র-সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।
তপশীলঃ- মৌজা- জেমুয়া জে. এল নং- ৭১০, খতিয়ান নং- ৩৮৬, ১৯৮, ৪০১, ৪৪৪, ১১৪, ৪৩৬, ২৪৫, ৮,১৫৪, দাগ নং ২৮৭, ২৮৮, মোট পরিমাণ - ৪৫ ডেসমল।

Susanta Kumar Jana
Advocate
Enro. No.-F 886/2007
Midnapore Judges Court
28/07/25

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে- ১) হর্ষবর্দ্ধন সিং, পিতা-ঁরমন বিহারী, সাং- চন্দ্রকোনা রোড, পোঃ- সাতবাঁকুড়া, থানা-গড়বেতা জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কে আমমোক্তারনামা যাহার নং- IV, ৫৬ তাং- ১১/১০/১৯৮৫ সাবরেজিস্টার গড়বেতা মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন- শীতল প্রসাদ উপাধ্যায়, পিতা- বংশী নারান ওর্ফে রুপনারান উপাধ্যায় সাং- চন্দ্র কোনারোড, পোঃ- সাতবাঁকুড়া, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।
তাহাতে কারো যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ১৪ দিনের মধ্যে বি.এল. এল. আর ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজ পত্র-সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।
তপশীলঃ- মৌজা- দ্বারিগেড়্যা, জে.এল. নং- ৬৭২, খতিয়ান- ৭৪৪, দাগ নং- ২৩/১২৮২ (হাল) সাবেক দাগ নং- ২৩, পরিমান- ০.৬২ এঃ।

Susanta Kumar Jana
Advocate
Enro. No.-F 886/2007
Midnapore Judges Court
28/07/25

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Conveyance, dated 23-05-2008 was executed by **Bijla Prova Dey** in favour of **Animesh Mondal** in respect of Sale of Land area measuring about **2 Cottah 4 Chittak** be the same a little more or less, lying and situate at **Mouza- Kora**, J.L. No.- 27, R.S. No.- 182, Touzi No.- 12, comprised in R.S. Dag No.- 980 & 953, corresponding to L.R. Dag No.- 980 & 953 under L.R. Khatian No.- 1109, Police Station- Barasat in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Barasat, and recorded in Book No.- I, Volume No.-2, Page from 19707 to 19717, **Being No.- 02620 for the year of 2008**. That the entire original said deed is available, except few pages from the end side of the said deed has been lost & misplaced. As such a General Diary being **G.D.E. No.- 325** was lodged on **20-07-2025** with **Swarupnagar Police Station** in respect of same by my client **ANIMESH MONDAL**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained. **Ritu Hela (Advocate)**
Barrackpore Court,
Mob: 9748856804

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া
TA No. 156/2015
Sumita Biswas........Applient
Vs
1. Jaharlal Tudu, 2. Shuboram Tudu, 3. Rabin Murmu, 4. Ranjit Sarkar .... Respondent

এতদ্বারা জানানো হইতেছে উপরিউল্লিখিত মোকৰ্দ্দমাটি জেলা জজ বাহাদুর আদালতে উপরিউক্ত মোকৰ্দ্দমাটি চলিতেছে। উক্ত মোকৰ্দ্দমা আপনি ৪ নং রেসপনডেন্ট হইতেছেন নাম **শ্রী রঞ্জিত সরকার**, পিতা- মৃত দীনবন্ধু সরকার পূর্ব সাং- মহানাদ হারমালা, পোঃ- মহানাদ, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯ ও হাল সাং - দেওয়ানগাছি, বাদামতলা, টর্কাসুধা লেন, ১৪৪ নং জি. টি. রোড, পো ও থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, বিশ্বকর্মা ফার্ণিচারের নিকট, পিন - ৭১২২০১, যাহা আপনাহর বিরুদ্ধে **সুমিতা বিশ্বাস**, স্বামী- শ্রী মধুসূদন বিশ্বাস, সাং- মহানাদ হারমালা, পোঃ- মহানাদ, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি মৌজা হারমালা, জেলা- হুগলী, থানা- পোলবার অধীনে, জে. এল. নং- ১২৭, হাল ১০ নং ২২১ খতিয়ান ভুক্ত, ৭৩৯ নং দাগে ১৭ শতক সম্পত্তি যাহা মহানাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন হইতেছে, উল্লিখীত সম্পত্তি লইয়া জেলা জজ আদালতে মোকৰ্দ্দমা পেনডিং আছে এবং অ্যাপিল মোকৰ্দ্দমা চলিতেছে, তাই আপনাকে জানানো হইতেছে যে আপনি ধার্য্যকৃত দিবসে স্বয়ং অথবা উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

অ্যাপিলেন্টের তরফে
অলোক মালাকার (এ্যাডভোকেট), চুঁচুড়া
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জ্জী (সেরেস্তাদার)
হুগলী জেলা জজ আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

॥ আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **তারানুম আরা**, স্বামী মহঃ মইনুদ্দিন আনসারি, সাকিম বড়পাড়া চক্ বাঁশবেড়িয়া, পোস্ট বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয় বিগত ইং ১৮/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–০৪২৪/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **ফতেমা খাতুন**, পিতা সেখ সরিফুল হক, সাকিম চক বাঁশবেড়িয়া, পোস্ট বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক বাঁশবেড়িয়া, জে.এল. নং ৫২, হাল এল.আর. ৯৩০, ৩৮১৩ ও ৩৮১৭ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ও হাল এল.আর ২৯৭ নং দাগে শালি জমির পরিমান ৩৯.৬৪ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে বাঁশবেড়িয়া নিউ লাইন রুম নং ৮৪২ নিবাসী **মহঃ ওয়াসিম**, পিতা আব্দুল রহিম মহাশয়কে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ৩৯.৬৪ একর সম্পত্তির মধ্যে হাল এল.আর. ৯৩০ নং খাতিয়ান হইতে ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০০২২৫/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ৩৯.৬৪ শতক সম্পত্তির মধ্যে হাল এল.আর. ৩৮১৩ ও ৩৮১৭ নং খাতিয়ান হইতে ২ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি গ্যাঞ্জেস জুট মিল নিবাসী **জাভেদ আলম**, পিতা আব্দুল হামিদ মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৫৪৪২/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ৩৯.৬৪ শতক সম্পত্তির মধ্যে হাল এল.আর. ৩৮১৩ ও ৩৮১৭ নং খাতিয়ান হইতে ১ কাঠা সম্পত্তি গোয়াপিপার পাণ্টি পিপারপাতি বানিয়াপুর নিবাসী **মহঃ ফিরোজ মানসুরী**, পিতা আব্দুল মোতালিব মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৮৬৪৩/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **মহঃ ওয়াসিম, জাভেদ আলম ও মহঃ ফিরোজ মানসুরী**, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে ফাটল, আপ প্ল্যাটফর্ম পুনর্গঠনে ন'মাসের লক্ষ্য নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে চারটি কলামে ফাটল ধরা পড়ার পর, যাত্রীসুরক্ষার স্বার্থে ২৮ জুলাই দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ওই দিন রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাতের জেরে জমির অসম বসতি ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা ফাটলের কারণ হতে পারে।

এই অবস্থায় আপ ও ডাউন উভয় দিকেই শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইন মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চালু রয়েছে। ঘটনার পর স্টেশনের কাঠামোগত বিশ্লেষণ করে রাইটস সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী আপ প্ল্যাটফর্ম মেরামতির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মূল কাজের মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্মের ছাদ ও ছাদ কাঠামো খুলে ফেলা, কলাম ও স্ল্যাব ভেঙে নতুন করে আপ প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ।

সমগ্র মেরামতি ও পুনর্গঠনের কাজ আগামী ৯ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীসুরক্ষা ও কাঠামোর স্থায়িত্ব বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভোটার কার্ড পৌঁছবে ১৫ দিনের মধ্যেই, পদ্ধতিতে বদল আনল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর অপেক্ষার প্রহর নয়; ভোটার কার্ড তৈরি হওয়ার মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে সংশ্লিষ্ট ভোটারের হাতে। দীর্ঘদিনের জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এবার দ্রুত সরবরাহের পথে এগোল নির্বাচন কমিশন।

এতদিন পর্যন্ত ভোটার কার্ড তৈরি হওয়ার পর তা প্রথমে আসত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। সেখান থেকে যেত জেলা স্তরে, পরে স্থানীয় পোস্ট অফিস মারফত পাঠানো হত ভোটারের ঠিকানায়। এই দীর্ঘ পদ্ধতিতে যেমন সময় লাগত অনেক বেশি, তেমনই ছিল বিতরণের সমস্যাও। বহু ক্ষেত্রে কার্ড ভুল জায়গায় পৌঁছনো বা হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসত কমিশনের কাছে।

এই অবস্থার বদল আনতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন; ভোটার কার্ড সরবরাহে কার্যকরী সংস্কার আনতে হবে।

বুধবার এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও তার বিভাগের আধিকারিকরা এবং সরস্বতী প্রেসের প্রতিনিধিরা। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে; ভোটার কার্ড ছাপা হবে সরাসরি সরস্বতী প্রেসে, সেখান থেকে সোজা পাঠানো হবে কলকাতার জিপিও-তে (জেনারেল পোস্ট অফিস)। এরপর সেখান থেকেই সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ঠিকানায়। এই নতুন ব্যবস্থায় মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই কার্ড পৌঁছে যাবে নাগরিকদের হাতে; এমনটাই আশা নির্বাচন কমিশনের।

করম পুজো উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি এবং সরকারি পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য সুখবর! সেপ্টেম্বরে আরও একটি ছুটির দিনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। করম পুজো উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করল নবান্ন। যদিও আগেই সরকারিভাবে করম পুজোর ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বুধবার পাকাপাকি ভাবে রাজ্যের অর্থ দপ্তর নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, ৩ সেপ্টেম্বর ছুটি পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। অর্থাৎ ওইদিন সমস্ত সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান, পুরসভা এবং সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি ছুটি থাকবে। মূলত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করম পুজো বা করম পরব। ভালো ফসলের কামনা করে আদিবাসীরা এই উৎসব পালন করেন। ২০২৩ সাল থেকেই এ দিনটিকে পূর্ণাঙ্গ ছুটির ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর ছুটি থাকবে চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্ত কর্মীদেরও। তবে কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স এবং কালেক্টর অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ-এর অফিস খোলা থাকবে। এমনিতেও পুজোর মাসে অনেক কেনাকাটার পর্ব থাকে। তাই পরিবারের সঙ্গে আরও একটি কেনাকাটার সুযোগ পেয়ে যাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গত দু'মাসে ডেঙ্গি সংক্রমণ বেড়েছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাগাতার বৃষ্টি ও জল জম থাকার কারণে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গত দু'মাসে ডেঙ্গি সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এইসময় শুধু দক্ষিণবঙ্গেই আড়াই হাজারের বেশি ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলাও আক্রান্ত তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের ছ'টি জেলায় সংক্রমণের মাত্রা তুলনামূলক অনেক বেশি। ডেঙ্গি সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, যেখানে গত দু'মাসে ৪৬৯ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। তার পরেই ৪৩৭ জন আক্রান্ত নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলাতেও ডেঙ্গির প্রকোপ ঊর্ধ্বমুখী। গত দু'মাসেই সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলায় যথাক্রমে ৬২, ৫১, ৪২ ও ৫১ জন আক্রান্তের হদিস মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছর শুরুর দিকে ডেঙ্গি সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে জল জমে থাকায় মশার বংশবিস্তার বেড়েছে, ফলে গত কয়েক সপ্তাহে হঠাৎ করেই সংক্রমণের হার বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন পুরসভা ও স্বাস্থ্যজেলার উদ্যোগে ডেঙ্গি মোকাবিলায় লাগাতার সচেতনতা ও নজরদারি অভিযান চালানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, বর্ষার শুরু থেকেই ডেঙ্গির ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ চোখে পড়ে। বর্ষা শেষের দিকেই সাধারণত সংক্রমণ চরমে পৌঁছয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত কয়েক সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যের বহু জায়গায় জলজমা তৈরি হয়েছে। শহরাঞ্চলে পরিত্যক্ত বাড়ি, নর্দমা ও আবর্জনার স্তূপে মিলছে মশার লার্ভা।

সাফাই কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে হাওড়ায় ধরনা। সাফাই কর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ, অবসর-পরবর্তী পেনশন ও গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ইএসআই ও মেডিক্যাল ইন্স্যুরেন্স চালুর দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন কর্মীরা। আধুনিক সরঞ্জামে সাফাই কাজ ও বাসস্থানের জন্য কলোনির দাবিও তোলা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সামনে ধরনা কর্মসূচি পালন করে অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘ।

নাইট শিফটে কর্মরত মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একাধিক গাইডলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে রাতে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নাইট শিফটে কর্মরত মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর সেই বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য প্রশাসন। সূত্রের খবর, নাইট শিফটে কর্মরত মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা ঘিরে এবার রাজ্য সরকার আনতে চলেছে নির্দিষ্ট গাইডলাইন। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে, যেখানে মহিলাদের রাত্রিকালীন শিফটে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নিয়মবিধি চিহ্নিত করা হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি সব সংস্থার ক্ষেত্রেই এই গাইডলাইন কার্যকর হবে। খসড়ায় স্পষ্ট বলা হচ্ছে, কোনও মহিলাকে রাতে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। তাঁকে যদি নাইট শিফটে রাখতে হয়, তবে সংস্থাকে তাঁর লিখিত অনুমতি নিতে হবে। শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় ডিউটিতে রাজি হলে তবেই তাঁকে রাতে কাজে নিয়োগ করা যাবে। একই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার কাছে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে মতামতও চাওয়া হয়েছে, যাঁদের পরিকাঠামোয় মহিলাদের রাতে কাজ করতেই হয়।

নবান্নে তৈরি হওয়া ওই খসড়া প্রস্তাবে মোট ২২টি মূল পয়েন্ট রাখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে, রাত ৮টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সময়টাকেই 'নাইট শিফট' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের জন্য সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অফিসে যাতায়াতের গাড়ি সংস্থাকে দিতে হবে, যা জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের আওতায় থাকবে। গাড়িতে প্রশিক্ষিত মহিলা নিরাপত্তারক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে গাড়িতে থাকবে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম।

সুরক্ষার বিষয়টি শুধুই গাড়িতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অফিস চত্বরের ভেতরেও সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সিসিটিভি বসাতে হবে এন্ট্রি ও এক্সিট গেটে, করিডরে এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। অফিসে থাকবে বিশ্রাম নেওয়ার ঘর, ক্যান্টিন, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা, যাতে মহিলা কর্মীদের বাইরের পরিবেশে না যেতে হয়। সেই সঙ্গে থাকবে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ গ্রহণ কমিটি, যেখানে যৌন হেনস্তার মতো ঘটনা ঘটলে 'জিরো টলারেন্স' নীতির ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাইডলাইনে সংস্থাগুলির জন্য আরও কিছু কঠোর বিধান রাখা হয়েছে। যেমন, প্রত্যেক অফিসেই থাকতে হবে 'ইন্টারনাল সেফটি রিভিউ কমিটি', যাঁরা প্রতি তিন মাস অন্তর বৈঠকে বসে সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন। নিয়ম ভাঙলে সেই সংস্থাকে শ্রম আইনের ভিত্তিতে জরিমানা করা হবে, এমনকী প্রয়োজনে তাঁদের ছাড়পত্রও বাতিল করা হবে।

নবান্নের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, মহিলা কর্মীদের সুরক্ষার বিষয়ে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। সংস্থাগুলিকে তাঁদের সেফটি পলিসি স্থানীয় ভাষায় বোঝাতে হবে কর্মীদের। অফিস চত্বরে স্পষ্টভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে জরুরি নম্বর, যাতে প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আদালতের নির্দেশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা অনুযায়ী দ্রুত এই গাইডলাইন চূড়ান্ত করে তা কার্যকর করার দিকে এগোচ্ছে রাজ্য প্রশাসন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩১ জুলাই ২০২৫, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

ঝটিকা সফরে বাংলায় রাষ্ট্রপতি, কল্যাণীর সমাবর্তন সেরে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে করলেন মায়ের আরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে কলকাতায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কল্যাণীর এইমস-এর প্রথম সমাবর্তন থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো; একাধিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিল তাঁর বুধবারের দিনটি। তিনদিনের সফরে বুধবার পশ্চিমবঙ্গে পা রাখেন রাষ্ট্রপতি।

বুধবার দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ কল্যাণীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ পৌঁছন রাষ্ট্রপতি। সেখানকার প্রথম কনভোকেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন চিকিৎসা ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন, বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসারে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে। কনভোকেশন শেষে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ রাষ্ট্রপতির কনভয় কলকাতা বিমানবন্দরে ফেরে। সেখান থেকে তিনি সোজা যান দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে। রাজ্য সফরে এসে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ধর্মীয় কর্মসূচি। দক্ষিণেশ্বরে কিছুটা সময় কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে তিনি রাজভবনে ফিরে আসেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ২০ থেকে ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত রাজভবনে তিনি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর সকাল ১০টার সময় তিনি কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে দিল্লি ফেরার কথা থাকলেও, দিল্লি না গিয়ে রাষ্ট্রপতি আজই ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার তিনি দেবঘরের এইমস ও ধানবাদের আইআইটি (আইএসএম)-র সমাবর্তনে যোগ দেবেন।

রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে বুধবার থেকেই কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় কলকাতা, কল্যাণী ও দক্ষিণেশ্বরে। কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে। বিটি রোড, আরআর অ্যাভিনিউ, লালবাজার স্ট্রিট-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচলে প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন সময় বড় যান আটকানো হয়।

রাজভবন সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতির সফর 'শান্তিপূর্ণ এবং সফল' বলেই বিবেচনা করছে রাষ্ট্রপতি ভবন এবং রাজ্য প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, এটি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পশ্চিমবঙ্গ সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা, কারণ দুই এইমস-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর সরাসরি উপস্থিতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বকেই তুলে ধরছে বলে পর্যবেক্ষকদের মত।

জুনিয়র ডাক্তারদের বদলির মামলায় ব্যাকফুটে রাজ্য

অনিকেত মাহাতো-সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে না পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারদের বদলি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। ফলে কলকাতা হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তি অনিকেত মাহাতো সহ আরও তিনজনের। রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিল না হাইকোর্ট। সিভিল সার্ভিস তাই স্যাট ট্রাইব্যুনালে যাবতীয় মামলা হবে। আর এই জুনিয়র চিকিৎসকদের বেতন যেহেতু রাজ্য দেয় তাই ট্রাইব্যুনালে মামলা হওয়া উচিত। রাজ্যের এই বক্তব্যই খারিজ করল আদালত।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার কেন ওই ৩ জনকেই ট্রান্সফার করেছে এই নিয়েই মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তবে রাজ্যের বক্তব্য ছিল, এই মামলা আদৌ হাইকোর্ট শুনবে কি না তা নিয়ে। বুধবার এই প্রশ্নেরই নিষ্পত্তি করল কোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশ, হাইকোর্টেই হবে যাবতীয় মামলা। আর বাকি আবেদনের শুনানি হবে এই এজলাসেই। স্পষ্ট জানাল বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ।

এই জুনিয়র চিকিৎসকদের বক্তব্য ছিল, তাঁরা এমডি, এমএস কোর্স করছিলেন। যাকে চুক্তিবদ্ধ বলা যায়। কোনও রকম চাকরি তাঁরা করছেন না। অথচ এমডি, এমএস প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই তাঁদের রাজ্য সরকারের তরফে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। যেহেতু চুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন, ফলে তাঁদের ক্ষেত্রে বদলির প্রশ্নই ওঠে না। আর যদি কোনও নিয়োগ করতেই হত তাহলে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয় প্রথমে। তাঁরা কেউ নিয়োগ পদ্ধতির আওতায় পড়েন না।

এরপর এদিন শুনানির সময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের পদক্ষেপ করার আগে রাজ্য ভবিষ্যতে আর একবার ভাববে। এতে আদালতের সময় বাঁচবে। আর মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনিকেত মাহাতোর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়, স্পষ্ট নির্দেশ বিচারপতি বিশ্বজিত বসু।

সারমেয় ভোটার-কাণ্ডে ধরা পড়ল তৃণমূল, মিথ্যা রটনায় কমিশনের ধাক্কা শাসক দলকে

কমিশন আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানাল 'ভুয়ো পোস্ট'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘিরে ফের বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের কেন্দ্রে এবার সরাসরি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি তৃণমূলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্টে দাবি করা হয়, বিহারে নাকি একটি সারমেয়ের (পোষ্য কুকুর) নামেও ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ঠিকানার প্রমাণপত্র জমা পড়েছে। ওই পোস্টে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়; এ থেকেই নাকি স্পষ্ট এসআইআর প্রকল্প কতটা ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসযোগ্য। তৃণমূলের এই দাবিকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় ব্যাপক চর্চা। কিন্তু তার পরপরই দ্রুত জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাদের ফ্যাক্ট চেক হ্যাশট্যাগ-সহ একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সাফ জানিয়ে দেয়, প্রত্যেক নাগরিকের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। বিহারের কোনও ভোটদাতা এমন কোনও নথি জমা দেননি।

কমিশনের এই খণ্ডনের পরেই পাল্টা আক্রমণে নামে বিজেপি। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষার প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র কটাক্ষ করে লেখেন; তৃণমূল কংগ্রেস আবারও মিথ্যা রটনার ফাঁদে ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে তারা। দিল্লি পুলিশের পর এবার নির্বাচন কমিশনও তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

আরও একধাপ এগিয়ে সুকান্তর মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল; যা এখন 'টু মাচ চিটিংবাজ'; তাঁরা বারবার সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলঙ্কিত করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতারণা সফল হবে না। সংবিধানের ভিত্তি তাঁদের মিথ্যার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে দিশেহারা হয়ে বারবার মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অবিশ্বাস তৈরি করতে চাইছে। কখনও দিল্লি পুলিশের তদন্ত, কখনও নির্বাচন কমিশনের খণ্ডন; সবেতেই ফাঁস হচ্ছে শাসক দলের প্রচার-চক্রান্ত। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়িয়ে তৃণমূল বিরোধীদের নিশানা করতে গিয়ে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাই হারাচ্ছে। আর সেই সুযোগেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামনে রেখে তৃণমূলকে চেপে ধরার রণকৌশলে নামছে বিজেপি।

কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গলের ৭৫ বছরের পথ চলা শুরু, সম্পন্ন খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেখতে দেখতে ৭৫ বছরে পা দিল বেলুড়ের কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গল সমিতির পুজো। ৭৫ বছরের পুজোতে বাজেট ২০ লাখ। কলকাতা শহরের বাইরে এই বাজেট মোটেই কম নয়। ফলে এবারের পুজোতে অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু বেশিই থাকবে জাঁকজমক। তার ছোঁয়া মিলেছে খুঁটিপুজো থেকেই। ২৭ জুলাই খুঁটিপুজোর পাশাপাশি হয়েছে বিচিত্রানুষ্ঠান। যেখানে মূলত অংশ নিয়েছেন এলাকারই বিভিন্ন বয়সের ক্লাব সদস্যরাই। নাচে-গানে তাঁদের দক্ষতা নজর কেড়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেরই। এদিকে ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের পুজো যেহেতু ৭৫ বছরের। সেই কারণে হেভিওয়েট যে কোনও পুজোকে সবদিক থেকে এবার চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি তাঁরা। তবে পুজো কর্মকর্তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাজেট ২০ লক্ষ হলেও সেভাবে আর্থিক কোনও অনুদান আসে না বাইরে থেকে। স্পনসরের বড্ড অভাব। সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন এই পুজোতে নেই কোনও রাজনৈতিক রং।

আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারের নামে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন সন্দীপের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতি মামলায় মোড় ঘোরানোর চেষ্টা প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এতদিন যে আখতার আলি দুর্নীতির অভিযোগে সন্দীপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবার তাঁর নামই তুললেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আখতার আলি ডেপুটি সুপার পদে থাকার সময় থেকেই শুরু হয়েছিল নানা বেআইনি কার্যকলাপ। আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে দাবি এবার দাবি করলেন সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত। উল্লেখ্য, তিলোত্তমার ঘটনার আগে থেকেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন এই আখতার আলি। এরপর তিলোত্তমার ঘটনার পর সিবিআই তদন্ত হাতে নেয়। সেই ঘটনার পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালে দুর্নীতির মামলারও তদন্ত করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেই মামলাতেই এবার কার্যত মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করতে দেখা গেল সন্দীপের আইনজীবীকে।

আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব শুরু হতেই সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্তর কথায় উঠে আসে হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির নাম। দাবি, আরজি করে বেআইনি লেনদেন ও অনিয়মের শুরু আখতার আলির আমল থেকেই। একইসঙ্গে আদালতে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, আখতার আলির বিরুদ্ধে তখন বিভাগীয় তদন্ত হয়েছিল কি না তা নিয়ে। প্রসঙ্গত, এই স্বাস্থ্যকর্তাই আগে টালা থানায় সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই প্রেক্ষিতেই এবার তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া শুরু হয়।

এদিকে, সন্দীপ ঘোষের আইনজীবীর আরও দাবি, আখতার আলির সময়ে বিভিন্ন হস্টেলের ক্যান্টিনে বেআইনিভাবে 'আনঅথরাইজড ভেন্ডর'-কে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। যদিও এ প্রশ্নে সাক্ষী জানান, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তবে এখানেই থামেননি সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আখতার আলি যেহেতু আগেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন, সিবিআই কেন তাঁকে সাক্ষীদের তালিকায় রাখল না?

আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের সূত্র ধরেই হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির আলাদা তদন্ত শুরু হয়। সেই মামলার শুনানিতে বুধবার থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। এই পর্বে আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিএলওদের নিরাপত্তা ছাড়া পাঠানো হবে না, নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো নাম ছেঁটে ফেলতে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে চলেছে বিশেষ সংশোধন প্রকল্প। এই প্রক্রিয়ায় মাঠে নামতে হবে বুথ লেভেল অফিসারদের। কিন্তু বিহারে সংশোধনের সময়ে বিএলওদের বিরুদ্ধে হুমকি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসায় এবার সতর্ক হল নির্বাচন কমিশন। বুধবার কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিএলও-দের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে তাঁদের কাজে নামানো যাবে না। এমনকী তাঁদের কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করলে, তা যেন অবিলম্বে কমিশনের কাছে জানানো হয়; এই মর্মে নির্দেশও জারি হয়েছে। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার কথাও জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিএলও-দের ভয় দেখাচ্ছেন। সেই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হলে কমিশনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিহারে ইতিমধ্যেই এসআইআর চলাকালীন ৫৩ জন বিএলওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কাজে গাফিলতির অভিযোগে। তাই বাংলায় যাতে এমন অবস্থা না হয়, তার জন্য আগেভাগেই নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক স্বাধীনতার ওপর জোর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে স্বতন্ত্র রাখতে হবে।

মাঠপুকুর এলাকায় প্লাস্টিকের গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। বাইপাসে মাঠপুকুর এলাকায় একটি প্লাস্টিকের গুদামে ভয়াবহ আগুন। খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের চারটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। তবে আগুনের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ানো হয় আরও ইঞ্জিনের সংখ্যা। চারটে থেকে বেড়ে দাঁড়ায় আটটিতে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ প্লাস্টিকের একটি পরিত্যক্ত গুদামে আগুন লাগে। প্লাস্টিকের মতো দাহ্য পদার্থ গুদামে থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলের আশপাশে রয়েছে অনেক বাড়িঘর। তাই আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। সেই কারণে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এদিকে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। পরিত্যক্ত ওই প্লাস্টিকের গুদামে কীভাবে আগুন লাগল, তা জানা যায়নি। দমকল জানিয়েছে, দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনাই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। তারপর আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হবে। তবে গুদামটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ভেতরে কেউ ছিলেন না। তাই, কেউ হতাহত হননি। তবে আশপাশে অনেক বাড়িঘর থাকায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। তবে কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলেই খবর।

রোহিঙ্গা-জিহাদি ইস্যুতে ফের তৃণমূলকে তোপ দাগলেন শমীক ভট্টাচার্য, কড়া বার্তা কমিশনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট চুরি বন্ধের দাবিতে সরব হলেও আসল উদ্দেশ্য যে অন্য কিছু; তা নিয়েই এবার তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, শনিবার-রবিবার এক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছে তৃণমূল। কেন? কারণ, এই দল চায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি জেহাদি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের ভোটে অংশ নিক।

তিনি বলেন, এই সব জিহাদিদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট; পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করছি; গত ২৩ বছরে যত 'ভুয়ো ভোটার' তালিকায় ঢুকেছে, যত অনুপ্রবেশকারী নিজেদের পরিচয় গোপন করে ভোটার হয়েছে, তাদের খুঁজে বের করুন এবং কড়া ব্যবস্থা নিন।

শমীকের কটাক্ষ, পুরনো নাটক ফ্লপ হয়ে গিয়েছে। এবার আবার নতুন 'সুপার ফ্লপ' চালু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সেই নাটকের প্রযোজক, নির্দেশক এবং মুখ্য চরিত্র একই; মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর আগে নিজের ঘর সামলানো উচিত। বাংলার বাঙালিদের তিনি আজ লজ্জায় ডুবিয়েছেন।

তিনি সরাসরি বলেন, তৃণমূল এখন জেহাদিদের রক্ষা করার জন্য কাজ করছে। ভোটার তালিকায় বাংলাদেশিদের নাম ঢুকছে। ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে জাল ভোটার আর ভূত ভোটার বানানো হচ্ছে। বিহারে হয়েছে, এখানেও সেই চেষ্টা চলছে। শেষে তাঁর হুঁশিয়ারি, এটা যেন না ভাবা হয়, আমরা চুপ করে বসে থাকব। যারা বাংলা ধ্বংস করতে চাইছে, তাদের চিহ্নিত করে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পথে কঠিনতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃণমূলকে রুখতেই হবে।

বগটুই-কাণ্ডের তদন্তে মামলা স্থানান্তরের আবেদন সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বগটুই কাণ্ডের তদন্তে মামলা স্থানান্তরের আবেদন করল সিবিআই। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতে সিবিআই আবেদন করে, বীরভূমের বাইরে যে কোনও আদালতে ট্রায়ালের নির্দেশ দেওয়া হোক। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, সাক্ষীরা নির্দ্বিধায় সাক্ষ্য দিতে পারছে না। এই মর্মেই সিবিআই-এর তরফে মামলা স্থানান্তর করার আবেদন জানিয়েছে। আগামী সোমবার ৪ অগস্ট শুনানির সম্ভবনা।

২০২২ সালের ২১ মার্চ রাতে রামপুরহাট থানার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপ-প্রধান ভাদু শেখকে। সেই রাতেই ভাদুর অনুগামীরা বগটুইয়ের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। তাতে মৃত্যু হয় ১০ জনের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বগটুই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার পায় সিবিআই। সিবিআই তৎকালীন রামপুরহাট ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আনারুল হোসেন-সহ ২৩ জনের নামে প্রথম চার্জশিট জমা দেয়।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাউগাছির নীলতলায় নির্বিচারে চলছে গাছ কাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভারতীয় বন আইন, বন সংরক্ষণ আইন এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা অনুযায়ী বৃক্ষছেদন দণ্ডনীয় অপরাধ। তথাপি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্বিচারে চলছে বৃক্ষছেদন। কোথাও জলাভূমি বুজিয়ে, আবার কোথাও গাছপালা কেটে গড়ে উঠছে বহুতল। তাছাড়া দেদার বৃক্ষছেদনের ফলে চারদিকে বাড়ছে দূষণ। অথচ নির্বিকার প্রশাসন। এবার জমি হাঙরদের থাবা শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর সংসদের নীলতলায়। সেখানে সুবিশাল একটি বাগানে থাকা শতাধী প্রাচীন বড় বড় গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বাগানের দেওয়ালে ছোট বড় প্লটে জমি বিক্রির বিজ্ঞপ্তিও লাগানো হয়েছে। এই

সুবিশাল বাগানটি জগদীশ মিত্রের বাগান হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শুভেন্দু ভট্টাচার্য আবার পঞ্চায়েতের কৃষি এবং প্রাণী সম্পদ দপ্তরের সঞ্চালক। অভিযোগ, বুধবার সকাল থেকেই জগদীশ মিত্রের বাগানে গাছ কাটার কাজ চলছিল। খবর পেয়ে ওই বাগানে হানা দেয় বাসুবদেবপুর থানার পুলিশ। অবৈধভাবে গাছ কাটার কাজে ঠিকাদার নিযুক্ত দুইজন কর্মীকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। ঘণ্টা খানেক বাদে ওই দু'জনকে পুলিশ ছেড়েও দিয়েছে বলে অভিযোগ। গাছ কাটার খবর পেয়ে এদিন বেলার দিকে ব্যারাকপুর বন দপ্তরের আধিকারিকরা আসেন জগদীশ মিত্রের বাগানে। নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা একটা নোটিস ধরিয়ে দিয়ে চলে যান। বৃহস্পতিবার ওয়ারলেস মোড়ের কাছে বন দপ্তরে গাছ কাটার কাজে যুক্তদের দেখা করার নির্দেশ দেন। বন দপ্তরের আধিকারিকরা বলেন, অভিযোগ পেয়েই তাঁরা তদন্তের জন্য তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। নোটিস ধরিয়ে গাছ কাটার কাজে যুক্তদের অফিসে দেখা করতে বলা হয়েছে। তবে বেআইনি কাজে যুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তদন্তে আসা বন দপ্তরের আধিকারিকরা। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত প্রধানের সাফাই, গাছ কাটার বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না। কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর চক্রবর্তী বলেন, গাছ কাটার বিষয় পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া পঞ্চায়েত থেকে ওরা গাছ কাটার জন্য অনুমতিও নেয়নি। প্রশাসনকে বলব খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। পঞ্চায়েত প্রধানের কথায়, গাছ কাটতে হলে বনদপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে বন দপ্তরের অনুমতি না নিলে যারা গাছ কাটছেন, তাঁরা খুব অন্যায় করেছেন। তাহলে এটা চুরির পর্যায়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসায় 'না' হাসপাতালের, অভিযোগে রাজ্যের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করতে গিয়ে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হলেন। অভিযোগ সামনে আসার পর এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্য সরকারকে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ৩ জুন। বারাসতের বাসিন্দা আইনজীবী গৌরাঙ্গ পাল যিনি বিশেষভাবে সক্ষম, তিনি স্ত্রীর কিডনির জটিল সমস্যা হওয়ায় ভর্তি করেন নারায়ণ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে। অভিযোগ, কার্ড দেখানোর পর প্রথমে রোগীকে ভর্তি করে নিলেও কয়েকদিন পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় পরিষেবা মিলবে না। এরপর উপায় না পেয়ে স্ত্রীকে ১২ জুন নারায়ণ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে বেলভিউ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন তিনি। কিন্তু তারপরেও নারায়ণ হাসপাতাল থেকে মোটা অঙ্কের বিল পাঠানো হয়। অভিযোগ, পরিষেবা না দিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার বিল চাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তা গ্রহণ করা হয়নি বলেও অভিযোগ। পরে নিম্ন আদালতের নির্দেশে অভিযোগ দায়ের করা গেলেও পুলিশ কোনও তদন্তে আগ্রহ দেখায়নি বলে দাবি করেন গৌরাঙ্গবাবু। ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ যেমন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনই বেসরকারি হাসপাতালগুলির একাংশ ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মানছে না।

সম্পাদকীয়

পিলারে ফাঁটল জেনেও কীভাবে এক বছর ধরে মেট্রোয় চলল চরম ঝুঁকির যাতায়াত

কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে একের পর মেট্রো পথ। শহরের লাইফলাইন বলতে এখন পাতাল পথকেই বোঝায়। ভিড় বাসে দীর্ঘ যাত্রা এড়াতে মেট্রোকেই আপন করে নিয়েছে শহরবাসী। প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে যাত্রী সংখ্যা। কিন্তু নানা ঘটনায় বারবার প্রশ্ন উঠেছে মেট্রোর নিরাপত্তা নিয়ে। সম্প্রতি যে ঘটনা সামনে এসেছে তা শিউরে ওঠার মতো। যেখান দিয়ে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন সেই রকম আস্ত একটা মেট্রো স্টেশনই নাকি মাটির তলায় কিছুটা বসে গিয়েছে। কারণ, তার মূল পিলারেই ফাটল। হেলে গিয়েছে প্ল্যাটফর্মের একাংশ। অনেকটা বসে গিয়েছে গোটা কবি সুভাষ বা নিউ গড়িয়া স্টেশন। যা খবর সামনে এসেছে তা আরও ভয়াবহ। প্রায় এক বছর আগে এই অবস্থার কথা জানা যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সব জানা সত্ত্বেও এক বছর ধরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই স্টেশন দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, এরকম খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরও কোনও উদ্যোগই দেখায়নি কর্তৃপক্ষ। উল্টে সেই খবর কীভাবে 'লিক' করলো তা নিয়ে কার্যত তদন্ত শুরু করেন কর্তাদের একাংশ। এখন পরিস্থিতিটা হল, সেই ফাটল ক্রমশ চওড়া হতে হতে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে গত সোমবার থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন আপাতত বন্ধ করার ঘোষণা করতে হল মেট্রোকে। তবে কবি সুভাষের যে অংশটি এয়ারপোর্ট করিডরের অংশ তা খোলা থাকছে। ফলে রুবি যাতায়াতে কোনও বাধা নেই। ট্রেন চলবে আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত। নিউ গড়িয়া অঞ্চলের মানুষ ফের কবে থেকে পরিষেবা পাবেন বলা কঠিন। কারণ ঘোষণার পরই কবি সুভাষ স্টেশনের অর্ধেকের বেশি কর্মী-অফিসারকে বদলিও করে দেওয়া হয়েছে। মেট্রোর অন্দরের খবর, ভিন রাজ্যের একাধিক সংস্থা পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রেখে পিলার মেরামতি ও সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু অজানা কোনও কারণে সেই কাজ করতে দেওয়া হয়নি। এরপরও যে খারাপ কিছু ঘটেনি তাই রক্ষে। ঘটলে কে নিত দায়? এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা কি চলতেই থাকবে?

শব্দবাণ-৩৪৫

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.সাজসজ্জা ৪. দীপ, প্রদীপ ৫. আধার ৭. বিষ্ণু, নারায়ণ ৯. উত্তম, চমৎকার ১১. পূর্ণাবয়ব।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.বাস করা ২. খণ্ড, ক্ষুদ্র অংশ ৩. সদ্য গজানো অঙ্কুর ৬. সামঞ্জস্যহীন ভাব ৮. তিরের আঘাতে আহত ১০. ভৃত্য।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪৪

পাশাপাশি: ১.পল্লবাধার ৩.বাচাল ৫.গুমট ৭.জবাব ৮.রিডার ১০.চিরখাওয়া।

উপর-নীচ: ১. পরচা ২. ধামগুজারি ৩. বারিজ ৪. লটবহর ৬. টগর ৯. ডালিয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

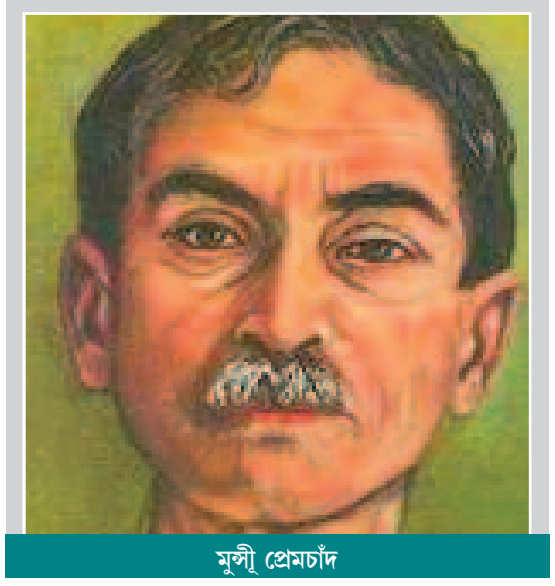

মুন্সী প্রেমচাঁদ

১৮৮০ বিশিষ্ট হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক মুন্সীপ্রেমচাঁদের জন্মদিন।
১৯১৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হেমু অধিকারীর জন্মদিন।
১৯৪৬ বিশিষ্ট জাদুকর জুনিয়র পিসি সরকারের জন্মদিন।

তরুণ প্রজন্মের অপরাধ প্রবণতা অশনিসংকেত

মতিউর রহমান

ছাত্র যুব তথা তরুণ প্রজন্মই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের উন্নত চরিত্র, মেধা ও মননের বিকাশ একটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী রাষ্ট্র উপহার দিতে পারে। তারাই আগামীর সঞ্জীবনী সুধা। দেশ, সমাজ তথা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ হচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম। তাদের উন্নত চারিত্রিক গঠন শুধু নিজের জীবনকেই সফল করে না, ভবিষ্যতের ভিত তথা বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে। কিন্তু বর্তমানে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ অধঃপতন তথা অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে তারা নানাবিধ অপরাধ কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই অপরাধ প্রবণতা ভবিষ্যতের জন্য যে অশনিসংকেত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, তরুণ প্রজন্মের অপরাধ প্রবণতা তথা অবক্ষয়ের ছবি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত একটি সংবাদ শিরোনাম অনেকেরই নজর কেড়ে ছিল। সংবাদ শিরোনামটি ছিল এই রকম - ক্ল মামাতো বোন খুনে আটক কিশোর'। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৪ বছরের একটি ছেলে তার মামাতো বোনকে খুন করে পুকুরের ধারে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। মৃত মেয়েটি ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী। সে নাকি তার জুতো নিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। এমন কথা নাকি ছেলেটি স্বীকার করেছে। এটাই এই খুনের নেপথ্যে আসল কারণ নাকি অন্য কিছু তা তদন্ত সাপেক্ষ। তবে এর কারণ যাই হোক না কেন, ১৪ বছরের একটি নাবালক সম্পর্কে বোন একটি ছোট্ট মেয়েকে সে মেরে ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রতিক সংঘটিত আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে ১২ থেকে ১৫ বছরের ৫ নাবালক যারা সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীতে পাঠরত স্কুল পড়ুয়া ১২ বছরের একটি নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। যে পাঁচজন ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত তারা সবাই নাবালক অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক। এ প্রসঙ্গে চেন্নাইয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে ১৩ বছরের একটি মেয়েকে তার বাবা-মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায়, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। মেয়েটিকে বেশ কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে। পুলিশী তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্তদের মধ্যে ৬ জন নাবালক। তারা স্কুল পড়ুয়া। উপরোক্ত এই ঘটনাগুলি কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। আমাদের চারপাশে এরকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এটা ঠিক, কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করেনা। সামাজিক তথা মনস্তাত্ত্বিক দূষণের শিকার হয়ে তারা একটু একটু করে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অল্পবয়স্ক তরুণদের মধ্যে কেন এই অপরাধ প্রবণতা? এটা কি বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন ?

বিষয়টি আলোচনা করার জন্য 'ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর' পরিসংখ্যানে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এই সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সালে ৩৫৩২টি অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল যার সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্করা জড়িত। এই সংস্থার তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, নথিভুক্ত এই ঘটনাগুলির মধ্যে ৮৭৪টি যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ। নথিভুক্ত অভিযোগের মধ্যে ১ হাজার ১৩০ টি ধর্ষণের অভিযোগ। যে সব নাবালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তাদের মধ্যে ৭৯ শতাংশ ১৬ থেকে ১৮ বছরের নাবালক। ২০২১ সালে অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা নাবালকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৫৮২৮। অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে উঠে আসা অভিযোগগুলি বড় উদ্বেগের। এতে আমাদের জীবন ও সমাজের হতাশার ছবি ফুটে ওঠে। মনের মধ্যে উঁকি দেয় আশঙ্কার ঘন কালো মেঘ। সত্যিই তো যারা আগামীর আলো - যাদের মন সাদা অলিখিত কাগজের মতো হওয়ার কথা ছিল তাদের মধ্যে কেন এই অপরাধ প্রবণতা ক্রমশ দানা বাঁধছে? উপরোক্ত সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্ট তরুণ প্রজন্মের অপরাধ প্রবণতার ক্রমবর্ধমান ছবিকেই মেলে ধরবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

এমনিতেই আমাদের দেশে নারী তথা মহিলারা অসুরক্ষিত। তাদের উপর সাংগঠিত যৌন নির্যাতন, অত্যাচার ক্রমবর্ধমান। শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নয়, নাবালকদের দ্বারাও তারা নির্যাতিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা নাবালকদের মধ্যেও বিকৃতির ভয়ংকর ভাইরাস ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে যা সামগ্রিক অপরাধ প্রবণতার হারকে ত্বরান্বিত করছে দ্রুত হারে। ২০১২ সালে দিল্লিতে সংঘটিত নির্ভয়া কান্ড আমরা ভুলিনি। নির্ভয়ার উপর যে ছেলেটি সবচেয়ে বেশী নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল সে ছিল ১৬ বছরের এক নাবালক। প্রবল জনমতের চাপে সরকার 'জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট' সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছিল। পরিবর্তিত এই নতুন আইনে নাবালকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বিশেষত ধর্ষণের ক্ষেত্রে একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয় যেখানে আবশ্যিকভাবে একজন্ মনোবিদকে রাখার কথা বলা হয় যিনি নাবালকের মনোসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করবেন। এই কমিটি যদি মনে করে নাবালক সুপারিকল্পিতভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে এই অপরাধ সংগঠিত করেছে তাহলে প্রাপ্তবয়স্কের মতোই তার শাস্তির সুপারিশ করবে। তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না। এই আইন নাবালকের অপরাধ প্রবণতাকে সংশোধনের জন্য করা হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন হচ্ছে, ১১ বা ১২ বছরের ছেলে কেন এমন ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে? কেন তার এই মানসিক বিকৃতি?

তরুণ প্রজন্ম তথা নাবালক কিশোরদের মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা তা একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় সামাজিক সমস্যা। এর নির্দিষ্ট কোন কারণ নেই। এটি হচ্ছে নানাবিধ কারণের সম্মিলিত ফল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যার ফলশ্রুতিতে কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা গড়ে ওঠে। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র, প্রাচুর্য, মাদকাসক্তি, বন্ধুদের প্রভাব, পারিবারিক অস্থিরতা, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি অনেক বিষয় মিলে শিশু ও কিশোরদের মনে যে বিপন্নতা সৃষ্টি হয় সেখান থেকেই এই অপরাধ প্রবণতা গড়ে ওঠে। ১০ -১১ বছরের কিশোরকে বাড়ি ছেড়ে বহুদূরে বাসের হেল্পার হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে, সঙ্গ দোষে সে মধ্যপান, জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে, অশ্লীল- আপত্তিকর কথাবার্তা বলছে। এই ঘটনার জন্য কি শুধু সে দায়ী? পারিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কোন দায় নেই?

চরম আশঙ্কা বা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, কিশোররা কেবল ধর্ষণের মতো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে না, আক্রান্তের ওপর তীব্র আঘাত করছে, সেই ঘটনার ভিডিওগ্রাফি করে রাখছে এবং তা প্রকাশের হুমকি দিচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে খুনের মত ঘৃণ্য ঘটনা ঘটাচ্ছে এই নাবালকেরা। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সহজেই ইন্টারনেট পেয়ে যাচ্ছে। সেখানে অশ্লীলতা, যৌনতার রগরগে দৃশ্য অল্প বয়স্ক কিশোরদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, মানসিক বিকৃতি ও লালসার বশবর্তী হয়ে তারা ধর্ষণ বা ওই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন রকম মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। নেশার প্রলোভনে অবক্ষয় ও বিনাশের পথে পা বাড়াচ্ছে।

বহু ক্ষেত্রে বাবা-মা দুজনেই কর্মরত হওয়ায় ছেলেমেয়েরা দিনভর মোবাইল, টিভি বা কম্পিউটার চালানোর সুযোগ পাচ্ছে। সেখানে তারা নানাবিধ অপরাধ বিশেষত মেয়েদের ওপর যৌন নির্যাতনের রসদ পেয়ে যাচ্ছে। বাবা-মায়ের পক্ষে ছেলেমেয়েদের ২৪ ঘন্টা নজরদারি সম্ভব হয়ে উঠছে না। গ্রামে তো আবার অভিভাবকরা প্রযুক্তির ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন নন। কিশোরমন ভিডিওতে যা দেখছে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে চাইছে। ফলে তারা সহপাঠী বা অন্য মেয়েদের নিশানা করছে। বিদ্যালয়ে যৌনতা বিষয়ক কোনো শিক্ষা বা রীতিনীতির পাঠ দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেনা। বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তারা বিকৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

বর্তমান মোবাইল তথা কম্পিউটারের যুগে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বড়ই অভাব। নেই শুভ্র সফেদ সুন্দরের অনুশীলন। গ্রন্থাগারে যাওয়া, বই পড়ার নেশা তো কবে উঠে গেছে। সারাক্ষণ মোবাইলে বুঁদ হয়ে থাকছে সবাই। সুস্থ সংস্কৃতি, সৃজনশীল কর্মকান্ড কমে এসেছে। তার জায়গা দখল করেছে ইন্টারনেট ও মোবাইল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকদের উচ্চাশা, প্রত্যাশার শেষ নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে। তাই তাদের উপর অত্যধিক চাপ বা বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে অভিভাবকেরা। সহমর্মিতা, সমানুভূতি বা ভালো মানুষ হবার চর্চা নেই বললেই চলে। আমাদের পরিবার, সমাজেও চলছে বিকৃতির চর্চা। নেই নীতি আদর্শ, মূল্যবোধের অনুশীলন। চারিদিকে শুধু ভাঙন,গঠন নেই বললেই চলে। সুস্থ রুচি ও সৌন্দরের অনুশীলন আজ কোথায়? মানুষের জীবনে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা বাসা বেঁধেছে। মানুষকে সুস্থ সুন্দর জীবনপথে চালিত করতে চাই সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধের প্রসার। চাই ন্যায়-নীতির পাঠ। আরও বেশি করে বাড়ুক কবিতা পাঠ, আবৃতি, বক্তৃতা, কুইজ্, কবিতা লেখার মত সংবেদনশীলতার চর্চা।

স্কুল-কলেজের সিলেবাসে যৌনতা বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তাদের সঠিক জ্ঞান প্রয়োজন। তাদের মানসিক গঠনের পরিবর্তন আনা জরুরি। মেয়েরা লালসা বা ভোগ্যপণ্য নয়, বরং সম্মান ও সম্ভ্রমের বিষয়। তাদের মধ্যে এই বোধ গড়ে তুলতে হবে। মূল্যবোধের চর্চা, শুভ্র শুদ্ধ জীবনবোধের অনুশীলন পারে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা তা রোধ করতে। প্রত্যাশা, প্রভাত আলোর মতো শুভ্র শুদ্ধ সুন্দর হোক শিশু-কিশোরমন। সোনা রোদের সোহাগে হাসুক পরিবার সমাজ পৃথিবী।

আরজি কর-কাণ্ডে প্রতিবাদী চিকিৎসকদের ওপর রাষ্ট্রীয় 'বদলা'

এস এ নবি

বিবেকহীন, লজ্জাহীন প্রশাসকের মূঢ় সমর্থন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের কোন অতলে পৌঁছাতে পারে, আর জি কর কান্ড তার প্রত্যেক্ষ প্রমাণ। আর জি কর কাণ্ডের সুবিচারের বদলে এখন সেই ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ষণ-হত্যা এবং হুমকি সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক মডেল। তাই সহজেই শাসকের 'সুবিধাভোগী' ক্ষমতাপ্রাপ্তরা অন্যায়ের প্রতিবাদীদের শাসাতে পারেন 'আর জি কর করে দেব' বলে। সরকারি পরিষেবা, দরিদ্রের জীবিকা, চিকিৎসা এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রের উচ্চ শিক্ষায়ও নিশ্চিন্তে শাসকের ছত্রছায়ায় নিরাপদে চলছে ভীতিপ্রদর্শনের সংস্কৃতি। গত বছর আর জি কর কাণ্ডের পর জনরোষ সামলাতে অধ্যক্ষ 'বদল' হয়েছিল, রোগী কল্যাণ সমিতি 'ভেঙে' গড়া হয়েছিল। কিন্তু গণ আন্দোলন স্তিমিত হতেই শাসকের মদতপুষ্ট নেতা - কর্মি - 'ছাত্র' - 'শিক্ষক' প্রভৃতি দল-দস্যুরা স্বমহিমায় ফিরে আসছেন, কখনও বা রূপ পাল্টে নতুন উদ্যমে।

বিবেকহীন, লজ্জাহীন প্রশাসকের মূঢ় সমর্থন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের কোন অতলে পৌঁছাতে পারে, আর জি কর কান্ড তার প্রত্যেক্ষ প্রমাণ। আর জি কর কাণ্ডের সুবিচারের বদলে এখন সেই ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ষণ-হত্যা এবং হুমকি সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক মডেল। তাই সহজেই শাসকের 'সুবিধাভোগী' ক্ষমতাপ্রাপ্তরা অন্যায়ের প্রতিবাদীদের শাসাতে পারেন 'আর জি কর করে দেব' বলে। সরকারি পরিষেবা, দরিদ্রের জীবিকা, চিকিৎসা এমনকি উচ্চ শিক্ষায়ও নিশ্চিন্তে শাসকের ছত্রছায়ায় নিরাপদে চলছে ভীতিপ্রদর্শনের সংস্কৃতি। যার সর্বশেষ এক নিদর্শন সুপারস্পেশালিটি ডিএম /এমসিএইচ ডাক্তারদের বন্ড পোস্টিং। রাজ্যে ডিএম /এমসিএইচ (DM/MCh) পাঠরত চিকিৎসকদের পরীক্ষার ফল ঘোষণা হয়েছে গত ৯ মে ২০২৫ তারিখে। এর পরে তাঁদের বাধ্যতামূলক বন্ড পোস্টিং না দিয়ে 'কর্মহীন' করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘ কয়েক মাস। অবশেষে গত ২৩ জুলাই সন্ধ্যায় তাঁদের বন্ড পোস্টিং দেওয়ার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বন্ড পোস্টিং না করলে প্রতি বছরের জন্য ১০ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে। ফলস্বরূপ চিকিৎসাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুপারস্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জনের পরেও দীর্ঘদিন 'কর্মহীন' থাকায় বেশ কয়েকজন চিকিৎসক তিন বছরের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হয়েছেন বা ভিন রাজ্যে চলে যাওয়ায় সরকারের 'লক্ষ্মী'-লাভ হয়েছে। এর ফলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরে নির্ভরশীল সাধারণ দরিদ্র মানুষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। বন্ড পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে এতদিন প্রথা ছিল, DM/MCh পরীক্ষার ফল অনুযায়ী মেধার ভিত্তিতে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে তাঁদের বন্ড পোস্টিং দেওয়া হত। কিন্তু কিছুদিন আগে MD/MS রেসিডেন্ট ডাক্তারদের মেধার ভিত্তিতে কাউন্সেলিং করার পরেও কয়েকজনকে অন্যত্র পোস্টিং দেওয়ায় আদালতে মামলা চলছে। তাই এবছর DM/MCh সুপারস্পেশালিটি রেসিডেন্ট ডাক্তারদের ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং না করে স্বাস্থ্য দপ্তর তাদের 'সুবিধামতো' স্থানে বন্ড পোস্টিং দিয়েছে। যেমন, পরীক্ষায় যাঁর রেজাল্ট ভালো তাঁকে জেলায় পোস্টিং দিয়ে রেজাল্টে তুলনামূলক পেছনে থাকা চিকিৎসককে কলকাতায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, পোস্টিং তালিকায় কোনও প্রকার নিয়মকানুন বা রেজাল্টের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়নি। এমনকি যে চিকিৎসক ৩০ লাখ টাকা দিয়ে বন্ড পোস্টিং থেকে 'মুক্তি' পেয়েছেন, তাঁকেও পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে ওই পোস্টিং তালিকায় কয়েকজনের নামও নেই। পোস্টিং-এ অনিয়মের উদাহরণস্বরূপ, কার্ডিওলজি বিভাগে পরপর কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং দেওয়ার পরে হঠাৎ একজনকে মেদিনীপুর মেডিক্যালে পোস্টিং দিয়ে পরের কয়েকজনকে আবার কলকাতায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে এরকম 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠছে, আর জি কর-কাণ্ডে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেই এরূপ 'ব্যতিক্রম' হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে এভাবে শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের উপরে ক্ষমবদলা নয়, বদল চাইক্ষ্ম স্লোগানে ভর করে ক্ষমতায় এসে রাজ্য শাসকের 'বদলা'-নীতি ক্রমবর্ধমান। আর জি কর আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় কলেজের অধ্যক্ষরা যেদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে 'বাধ্য' হয়েছিলেন, সে দিনই 'পথ দেখানো' হয়েছিল অবাধ দুস্কর্মের লাইসেন্সের। বদলির ভয়, বরখাস্তের ভয়, অপমানিত হওয়ার ভয়, এমনকি 'আর জি কর করে দেব'-এর ভয় সৃষ্টি করে রাজ্য শাসক বর্ম করছেন পদাধিকারীদের। সুপারস্পেশালিটি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও বদলা-নীতি বাস্তবায়িত হওয়ায়, বর্তমান রাজ্য শাসক কবি শঙ্খ ঘোষের আশঙ্কা সত্য প্রমাণ করে চলছেন সর্বস্তরে 'আমি তো আমার শপথ রেখেছি / অক্ষরে অক্ষরে / যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন / দিয়েছি নরক করে।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এবার বারাসাতে মিলল দ্বৈত নাগরিক বিজেপি কর্মীর হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অনুপ্রবেশ, ভুয়ো ভোটার-সহ একাধিক ইস্যুতে গলা চড়াচ্ছে বিজেপি। তখন ভিন্ন চিত্র বারাসাতে। বারাসাতে মিলল বিজেপি কর্মীর দ্বৈত নাগরিকত্ব। শুধু বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিক নয়, কোনও বৈধ নথি ছাড়াই পায়ে হেঁটে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে হেমন্ত বসু নগরে বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডল। প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা তখন কী করছিলেন? বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

সুব্রত মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের আরও দু'জন ভারতীয় ভোটার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভোটার লিস্টেও নাম পাওয়া গিয়েছে তাঁদের। হেমন্ত বসু নগরের মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা এই সুব্রত। '২০০০ সালে ওপার বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় চোরাপথে এসেছিলেন' এমনটাই দাবি তাঁর। এদেশে এসে প্রথমে মামাবাড়ি এবং পরবর্তীতে ভাড়া থাকতেন তিনি ও তাঁর পরিবার। পরবর্তীতে পড়াশোনার সুবাদে এদেশে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ডের মতো সমস্ত নথিপত্র তৈরি করেন। ২০১১ সালে কদম্বগাছি হেমন্ত বস নগর এলাকায় বাড়ি করে বসবাস করা শুরু করেন তাঁরা। ভারতীয় ভোটার কার্ডের ২০১৪ সালের ভোটার লিস্টে প্রথমে তাঁর বাবার পরিচয়ের নাম আসে ফণী মণ্ডল। তবে পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে এফিডেভিট করে ২০২৫-এর ভোটার লিস্ট তালিকায় বাবার নাম ঠিক করে রাখেন সুভাষ মণ্ডল। কেন প্রথমদিকে সংশাপত্রে ভুল হয়েছে এ প্রশ্ন করতেই, কথায় অসঙ্গতি মেলে সুব্রতর। পাশাপাশি তাঁর বাবা-মার সঙ্গেও কথা বলতে গেলে একপ্রকার অসুস্থতার বাহানা দিয়ে কার্যত আড়াল করতে চেয়েছেন তিনি। সুব্রত এও বলেন, 'তিনি একজন বিজেপি কর্মী হওয়ায় তাঁর সঙ্গে নাকি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলা আসলেও বাংলাদেশের পরিচয়পত্র গুলির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তাঁর।' এমনকি তিনি এও বলেন, 'কদম্বগাছির এক ব্যক্তির সাহায্যে তিনি এবং তাঁর দুই বোনের ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছেন। বাবা-মায়ের বয়স বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের ভোটার কার্ড তৈরি করতে গেলে মোটা টাকা চাওয়া হয়।' তবে বারবারের প্রশ্নে বাংলাদেশি পরিচয়পত্রে থাকা বাবা-মায়ের নাম আত্মগোপন করেছেন সুব্রত। গোটা ঘটনাকে ঘিরে কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধুরী মণ্ডল বলেন, 'যদি সত্যিই দুই দেশের নাগরিক হয়ে থাকে তবে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চায়েতের কোনও কর্মী বা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান পরিচয়পত্র তৈরি করে দিয়ে থাকেন বা তাঁকে সহায়তা করে থাকেন, তাহলে সে সম্পর্কে আমি অবগত নই। তবে যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তবে অবশ্যই প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

সন্দেশখালিতে সমবায় নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আবারও সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেল। সন্দেশখালিতে সমবায় নির্বাচন ৯টি আসনেই জিতল তৃণমূল। সন্দেশখালির সমবায় নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীই দিতে পারল না।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর হাটগাছি সমবায় নির্বাচন ছিল ন'টি আসনে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিরোধীদল অর্থাৎ বিজেপি সহ-বাম ও কংগ্রেস কেউই সেখানে কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। ২০২৪-এর বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনের এই সন্দেশখালি বিধানসভা প্রায় সাড়ে আট হাজার ভোটে বিজেপি জিতেছিল। তারপরে বিজেপির নেতা কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করেছেন। পাশাপাশি রেখা পাত্রের ছায়া সঙ্গী সুদেষ্ণা দাস, লতিকা মিস্ত্রি, শ্যামলী সরদাররা তৃণমূলের যোগ দিয়েছেন, এমনকি চলতি মাসের একুশে জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সভায় তাঁরা দলনেত্রী কথা শুনতে গিয়েছিলেন। বিজেপির সেই ভাঙনের প্রভাব পড়ল সমবায় নির্বাচনেও। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো জানান, 'সন্দেশখালিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার উন্নয়নের ফলে এখানে আর কোনও বিরোধীই নেই। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আস্থা রাখছেন। ফলে সমবায় নির্বাচনে কেউই আর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিরোধিতা করেন নি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। বুধবার তারা জয়ের শংসাপত্র পেয়েছেন।'

চালে পোকা, ডালে আরশোলা, সেদ্ধ হয় না সবজি ও ডিম!

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তুমুল বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: চালে ছোট ছোট পোকা। ডালে মিশে রয়েছে আরশোলা। সেই চাল, ডাল দিয়েই চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলার পর আজ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ঘেরাও করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকেরা। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের কুলপুকুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের কুলপুকুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৫২ জন শিশু ও ১৪ জন প্রসুতি মা মিলিয়ে মোট উপভোক্তার সংখ্যা ৬৬ জন। অন্যান্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মতো এই কেন্দ্র থেকেও রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই খাবারের মান নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। স্থানীয় উপভোক্তাদের অভিযোগ, পোকা ধরা চাল ও আরশোলায় ভরপুর ডাল কোনও রকমে আধসেদ্ধ করে তা শিশু ও প্রসূতিদের দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে দাবি স্থানীয় অভিভাবকদের। এছাড়াও খাবারে থাকছে না প্রয়োজনীয় সবজি ও মশলা। ডিম দেওয়া হলেও তা পুরোপুরি সেদ্ধ না হওয়ায় তা খাওয়া যায়না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লেখাপড়ার মানও অত্যন্ত খারাপ বলে অভিযোগ। বিষয়টি ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাদের জানানো হলেও কোনও লাভ না হওয়ায় বুধবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ঘেরাও করে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ক্ষোভের মুখে পড়ে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ওই কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকা। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার।

সরকারি কাগজে জীবিত বৃদ্ধ 'মৃত', বন্ধ বাধক্য ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এখনও তিনি জীবিত, কিন্তু সরকারি কাগজে তাঁকে দেখানো হয়েছে মৃত। আর যার কারণে ৮০ বছরের সুধীর বিশ্বাসের 'বৃদ্ধ ভাতা' টাকা বন্ধ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে। পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের নিমদহ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশবেরিয়া এলাকার বৃদ্ধ সুধীর বিশ্বাস বহুবার পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও তাঁর কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

সুধীর বিশ্বাস নামের ওই বৃদ্ধ দাবি করেন, লকডাউনের আগে পর্যন্ত ৪০০ টাকা করে ভাতা পেয়েছেন। লকডাউনের পর হঠাৎ ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। কী কারণে বন্ধ হয়েছে তা জানতে পারেননি। পরবর্তী সময় জানতে পারেন তাঁকে সরকারি নথিতে মৃত দেখানো হয়েছে। বৃদ্ধের ছেলে সুভাষ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'পঞ্চায়েতে বিজেপিতে দাঁড়িয়েছিলেন সেই কারণেই হয়তো তার বাবার নাম কেটে বাদ দেওয়া হতে পারে।' যদিও এই বিষয়ে নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা মণ্ডল জানান, 'ছয় মাস পরপর লাইভ সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়, তা উনি না-দেওয়ার কারণেই ভাতা বন্ধ হয়েছে।'

NOTICE OF CHANGE OF BRANCH

MAGMA GENERAL INSURANCE LIMITED
(erstwhile Magma HDI General Insurance Company Limited)
IRDAI Registration No. 149 dated 22nd May, 2012
Registered Office : Development House, 24 Park Street, Kolkata - 700 016
CIN : U66000WB2009PLC136327, Website : www.magmainsurance.com

Notice is hereby given that the Branch office of the Company at 5th Floor, Block 4A, Unit No. 501, Ecospace Business Park, Ambuja Realty Campus, Action Area-II, New Town, Rajarhat, North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal - 700160 is being relocated with effect from 1st October, 2025.
The policyholder related services will be provided from our Branch office located at 1st Floor, Rahmania Building, 87 Jessore Road (North), PS - Barasat, North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal - 700124 .
The customers / policyholders are requested to kindly make a note of the same.

In case of any assistance please reach us at 1800 266 3202 (Toll-Free) or email at customercare@magmainsurance.com

PURSURAH THANA SAMABAYA KRISHI BIPANAN SAMITY LTD.
Regd. No. 78: Date - 19/12/62
Vill. & P.O.-PURSURAH DIST.-HOOGHLY

LEGAL NOTICE

This is to inform that an Unregistered Lease Agreement was made between **PARSURAH THANA SAMABAYA KRISHI BIPANAN SAMITY LTD.** and **BNRG EDIBLE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED** On 18th January, 2019. The said Lease Agreement is not valid as per Section 107 of the Transfer of Property Act 1882 and Indian Contract Act, 1972 as because the aforesaid Agreement is barred by Law. It is also noted that the Society had tried several times to make Contact with the Managing Director of **BNRG EDIBLE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED** namely **Sri Biswajit Banerjee** by way of representations through the SPEED POST. Unfortunately, no response was found.
Under Such circumstances you are hereby requested please come before the Special officer of the said society within 7 days from the date of publication of such Notice for settle the due amount and execute afresh lease deed which will Government by Law.
Until and unless after expiry of the prescribed the Society will take possession of below Schedule Go down.

Schedule of the Property

Brick built walls with tin roof factory shed/Oil Mill, comprising an area about 7 cottah 5 chitak being Dag No. 2163, Khatian No. 965, Vill+P.O. Pursurah, District: - Hooghly, West Bengal.

SPECIAL OFFICER
Parsurah Thana Samabaya Krishi Bipanan Samity Ltd

KESORAM **কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**

রেজি. অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১
ওয়েবসাইট: **www.kesocorp.com;** ইমেল : **corporate@kesoram.com**

পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১১০ এবং ১০৮ সংস্থান এবং প্রযোজ্য সংস্থান যদি কিছু থাকে, ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং ২০, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস ("এসএস-২") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস") এর রেগুলেশন ৪৪, আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা সাধারণ সার্কুলারের সাথে পঠিত ("এমসিএ সার্কুলার"), কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে একটি বিশেষ রেজোলিউশনের মাধ্যমে ("রিমোট ই-ভোটিং") ভোটদানের মাধ্যমে ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর এক বছরের জন্য শ্রী রাধাকৃষ্ণণ পদ্মলোচননকে কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পুনঃনিয়োগ। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ কেবলমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই করা হবে।
ডাকযোগে ভোটের নোটিশ কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।
ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপি') সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যারা বাস্তব আকারে শেয়ারধারী, যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা আরটিএ অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডকে mcssta@rediffmail.com ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠান যাতে সদস্য(দের) নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টা (আইএসটি) বা তার আগে পাঠাতে হবে।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা — স্নেহা শাউ
তারিখ: ৩১ জুলাই ২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি

TITAGARH

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
CIN: L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০১৬, ভারত
কর্পোরেট অফিস: টিটাগড় টাওয়ার্স, ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোন: (০৩৩) ৪০১৯০৮০০, ইমেল:investors@titagarh.in; ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশের সংশোধনী, যা শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি ২৫শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশের একটি সংশোধনী প্রেরণ করেছে, যা শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই সংশোধনীতে সেবি (ইস্যু অফ ক্যাপিটাল এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৮, এনএসই এবং বিএসই-এর প্রয়োজনীয়তা, এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সংশোধনী') দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত কিছু অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এটি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে, অথবা আরটিএ অথবা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।
সংশোধনীটি শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, অথবা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি)/ডিপোজিটরি-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।
ইজিএম নোটিশের সংশোধনীটি ইজিএম নোটিশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে, যা ইতিমধ্যেই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে এবং এই তারিখ থেকে, ইজিএম নোটিশটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে। তদনুসারে, সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডার, স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ই-ভোটিংয়ের জন্য নিযুক্ত সংস্থাগুলি, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ, নিয়ন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইজিএম নোটিশের অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু, এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত বা পরিপূরক না হলে, অপরিবর্তিত থাকবে।
ইজিএম নোটিশের সংশোধনীটি উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **https://www.titagarh.in/storage/report/actual/corrigendum-to-egm-notice-dated-09.07.2025.pdf এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এ উপলব্ধ।**
শেয়ারহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের উপরোক্ত বিষয়গুলি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-
আদিত্য পুরোহিত
স্থান : কলকাতা — **কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ: ৩০শে জুলাই, ২০২৫ — এম নং. ACS 27825

MANAKSIA STEELS LIMITED

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২৩১০০৫৫/৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা সদস্যদের নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির ২৪ তম (চব্বিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে **মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায় (আইএসটি)** কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষ সার্কুলার নং ৯/২০২৪, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ (একত্রে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লিখিত), এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, এজিএম ডাকার নোটিশে নির্ধারিত বিষয়গুলি লেনদেন করতে। সদস্যরা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন। ভিসি বা ওএভিএম সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (**'এনএসডিএল'**) প্রদান করবে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণ ২০১৩ সালের ১০৩ ধারা অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) /ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হবে যেখানে লিঙ্কটি প্রদান করা হবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ (নোটিশ সহ) পাওয়া যাবে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি সাথে নিবন্ধিত নয়। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যথাক্রমে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ পাওয়া যাবে। সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬(১)(সি) রেগুলেশন অনুসারে বিশেষভাবে অনুরোধ না করা হলে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও বাস্তব অনুলিপি কোনও সদস্যকে পাঠানো হবে না।
৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির এজিএম-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
৪. **ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি**
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. (আরটিএ) mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানি info.steels@manaksiasteels.com/asharma@manaksiasteels.com. লিখে অনুরোধ জানাতে পারেন।
খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখছে।
৫. **ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি**
কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
৬. সকল সদস্য যারা ভৌত বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার ধারণ করেন তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ অথবা info.steels@manaksiasteels.com ঠিকানায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

মানকসিয়া স্টিলস লি. এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান - কলকাতা — **অজয় শর্মা**
তারিখ- ২৯.০৭.২০২৫ — **কোম্পানি সেক্রেটারি**

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫, ফ্যাক্স নং : +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা সদস্যদের নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪১ তম (একচল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে **মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি)** কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষ সার্কুলার নং ৯/২০২৪, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ (একত্রে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লিখিত), এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, এজিএম ডাকার নোটিশে নির্ধারিত বিষয়গুলি লেনদেন করতে। সদস্যরা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন। ভিসি বা ওএভিএম সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) প্রদান করবে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণ ২০১৩ সালের ১০৩ ধারা অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) /ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হবে যেখানে লিঙ্কটি প্রদান করা হবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ (নোটিশ সহ) পাওয়া যাবে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি সাথে নিবন্ধিত নয়। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যথাক্রমে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ পাওয়া যাবে। সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬(১)(সি) রেগুলেশন অনুসারে বিশেষভাবে অনুরোধ না করা হলে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও বাস্তব অনুলিপি কোনও সদস্যকে পাঠানো হবে না।
৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির এজিএম-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
৪. **ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি**
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. (আরটিএ) mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানি investor.relations@manaksia.com/dchowdhury@manaksia.com লিখে অনুরোধ জানাতে পারেন।
খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখছে।
৫. **ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি**
কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
৬. সকল সদস্য যারা ভৌত বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার ধারণ করেন তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ অথবা investor.relations@manaksia.com ঠিকানায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা — **দেবদীপ চক্রবর্তী**
তারিখ: ৩০.০৭.২০২৫ — **কোম্পানি সেক্রেটারি**

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য, যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	মহেশ কুমার গুপ্তা	০০১০০০১	১৯৮১	৩৬৯১২৫১-৩৬৯৩০০০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি — **নীতিন শর্মা**
তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৫ — (কোম্পানি সেক্রেটারি)

সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেড
CIN : L45201WB1990PLC050101
রেজি. অফিস : ১২/১ নেলি সেনগুপ্ত সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭
ফোন: ০৩৩ ২২৫২-৪১২৫
ই-মেল: investors@simplexprojects.com ওয়েবসাইট : www.simplexprojects.com

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বেলা ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএম এর পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) সার্কুলার তারিখ ৫ মে ২০২০, ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, এবং পরবর্তী ইস্যুকৃত সার্কুলার, সর্বশেষ ৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে এবং সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সকলের সুবিধার স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।
সদস্যগণের অবগতির জন্য অবগত করা করা হচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলার অধীনে ৩৩তম এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন/ইমেল মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে ২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ই-মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) বা কোম্পানি/ক্যামেও কর্পোরেট সার্ভিস লিমিটেড, (আরটিএ) এর নিকট নিবন্ধিত। সংশ্লিষ্ট নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexprojects.com** তেও পাওয়া যাবে।
সদস্যগণ কেবল ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম তে অংশগ্রহণ এবং হাজিরা নথিভুক্ত করতে পারবেন। এজিএম নোটিশে এজিএমতে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলি সংবদ্ধ এবং ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সদস্যগণের হাজিরা গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন)ধারা ১০৩ অধীনে কোরামের কারণে।
সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৮ ধারা অনুযায়ী এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ (এলওডিআর) অধীনে নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির জন্য এজিএম তে বা তার পূর্বে ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোট দানের সুবিধা পাবেন। বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
ক) ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় : ১৮ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টায়
খ) ই-ভোটিং সমাপ্ত হওয়ার তারিখ এবং সময় : ২০ আগস্ট ২০২৫ বিকেল ৫ টায়
গ) এজিএম তে বা তার পূর্বে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দানের অধিকার নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কাট-অফ তারিখ ১৪ আগস্ট ২০২৫।
ঘ) ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলি এজিএম নোটিশের সঙ্গে ২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে ইমেল মারফত পাঠানো হয়েছে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexprojects.com** তেও পাওয়া যাবে।
ঙ) যে সকল বিনিয়োগকারী নোটিশ/ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট -অফ ডেট অর্থাৎ ১৪ আগস্ট ২০২৫ অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেন তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ ইন আইডি এবং পাশওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নং/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি পাঠানোর জন্য কোম্পানির **evoting@nsdl.co.in** নিকট ইমেল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
চ) শেয়ারহোল্ডারগণ এজিএম নোটিশ অনুযায়ী বৈদ্যুতিন ভোটদানের নির্দেশাবলি পড়তে পারেন এবং কোনও জিজ্ঞাসা/এজিএম তে অংশগ্রহণ বিষয়ে বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস(এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়েল যা **www.evotingindia.com** হেলফ সেকশন উপলভ্য, বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ইমেল পাঠিয়ে জানতে পারেন।
ছ) সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থান অনুযায়ী এবং সেবি (এলওডিআর), অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই ১৪ আগস্ট ২০২৫ থেকে ২১ আগস্ট ২০২৫ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
সোহিনী শুক্লা
তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ — (কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান : কলকাতা — এসিএস : ৪৮৪০৯

গণেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা-৪৬ এইচ জি, তারিখ-২৮.০৩.১৯৬০
গ্রাম- গণেশপুর, ডাকঘর- আটী, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-04/ARO/PACS/GANESHPUR/2025 — **তারিখ** - 31.07.2025

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গণেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ৩১.০৮.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.০০ টায় গণেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন পরিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা সংঘটিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন তথা বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক পরিচালক মন্ডলীর আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শক
পোলবা-দাদপুর সমষ্টি উন্নয়ন

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-
১. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	ভোটার সংখ্যা	পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	গণেশপুর, আটী, মহিষডাঙ্গা	৩৯৯	**সর্বমোট ১২(বারো) জন** [তন্মধ্যে **২(দুই)** জন মহিলা (সংরক্ষিত পদ), **১(এক)** জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি এর অন্তর্গত (সংরক্ষিত পদ)]*

*** In accordance with the Cooperative Election Commission Circular: Memo No. 1423-CEC/IV-01/2012-13 Dated: 17.07.2017**
সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **১ (এক) টি**, মোট ভোটার সংখ্যা **৩৯৯ জন** এবং সর্বমোট পরিচালকমন্ডলীর পদের সংখ্যা **সর্বমোট ১২ (বারো)** জন।
২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।
৩. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	১৮.০৮.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	১৯.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২১.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২১.০৮.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	২২.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	৩১.০৮.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	৩১.০৮.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	৩১.০৮.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮ সি (১০) ও সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর নিয়ম ৪২(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুলেশন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৫. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৭. কোনো কারণে কোনো সদস্য/ সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।
৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।
৯. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
১০. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।
১১. সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
১২. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোন বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
গণেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুন, দোষী সাব্যস্ত স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: সাজাপ্রাপ্তর নাম সুখরঞ্জন হাওলাদার। চার বছর আগে স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুনের দায়ে বুধবার তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। গৃহবধূর মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে দোষীসাব্যস্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল চুঁচুড়া আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে পাণ্ডুয়া থানার তিন্না এলাকার বাসিন্দা রিনা হালদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তিন্না হঠাৎকলোনি এলাকার বাসিন্দা সুখরঞ্জন হাওলাদারের। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মেয়েকে বাপেরবাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য অত্যাচার করতেন সুখরঞ্জন। মৃতার বাবা যতীন হালদারের অভিযোগ, ২০২১ সালের ২১ মার্চ ভোরবেলায় তাঁর মেয়ের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন সুখরঞ্জন। দগ্ধ অবস্থায় গৃহবধূকে প্রথমে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি পুলিশকে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেন। চুঁচুড়া হাসপাতালেই মারা যান তিনি। মৃতার বাবা পাণ্ডুয়া থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। ৯০ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। প্রথমে মামলা তিনি দেখছিলেন। পরে সেই মামলা প্যানেল সরকারি আইনজীবী প্রশান্ত আগরওয়াল করেন। বুধবার চুঁচুড়ার তৃতীয় দায়রা আদালতের বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় সুখরঞ্জন হাওলাদারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন।’ এদিন আদালতে এসেছিলেন রিনার বাবা যতীন হালদার। আদালতের রায়ের পর তিনি বলেন, ‘আমার মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছিল। জামাই তাঁর পাপের সাজা পেয়েছে।’

তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ‘রোহিঙ্গাদের খালা’, কটাক্ষ শুভেন্দুর

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ায় কন্যা সুরক্ষা যাত্রা শুভেন্দু অধিকারীর। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই পথে নামল বিজেপি। রাজ্যের নারী সুরক্ষার দাবিতে ও কন্যা সুরক্ষা যোজনা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন পুরশুড়া বিধানসভার গৌরাঙ্গপুর রামমোহন ১ নং পঞ্চায়েতে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রা শেষে সভা করেন তিনি। এই সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। ‘রোহিঙ্গাদের খালা’ বলে তোপ দাগেন তিনি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মমতা রোহিঙ্গাদের ও বাংলাদেশিদের বাঁচাতে পথে নেমেছে। ২৬-এ যদি ওনাকে না তাড়াতে পারেন, তাহলে আপনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চোরদের সরকার। রোহিঙ্গাদের খালা। একে হারাতে হবে। এই ধাপ্পাবাজ তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে হবে। রাজা রামমোহন রায়ের পূণ্যভূমিতে আমরা এই সুরক্ষা যাত্রা করছি। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমে আন্দোলন করছি। খানাকুলের এক যুবক বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। তাহলে ১৪ বছরে মমতার রাজত্বে তাঁরা কেন কোনও কাজ পান নি? এর জবাব দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।’ কন্যা সুরক্ষা যাত্রা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বাবু বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে কামদুনি থেকে পাক সিটি, কাটোয়া থেকে কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি থেকে কলকাতার ডাক্তার বোন অভয়া এবং ল কলেজের এক ছাত্রীকে তৃণমূলের ছাত্র নেতারা ও গুণ্ডারা লাল চুল, কানে দুলেরা ধর্ষণ করে অত্যাচার করেছে। একটাও বিচার হয়নি। উল্টো দিকে বারাসাতের ধর্ষনের ঘটনায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাদেরকে এই সরকার হাইকোর্ট থেকে মুক্ত করিয়ে দিয়েছে। তাদের বাড়িতে মমতা পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। ধর্ষণের ঘটনাকে মমতা কখনও বলেছেন ছোট ঘটনা, আবার কখনও পুরো ধর্ষণ হলে ২০ হাজার টাকা, কখনও হাফ ধর্ষণ হলে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা চাঁদা তুলে ২০ লক্ষ টাকা দেব। আপনি রাজ্য ছেড়ে চলে যান।’ হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দুকে আরও বলতে শোনা যায়, ‘আপনাকে তাড়ানোর সময় হয়েছে, তাই আমাদের পথে নামতে হয়েছে। বোলপুরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করাননি। বরং প্রশাসনিক সভায় বসে চপ, মুড়ি খ চ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী একজন কৃষক বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মাটির কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। মহাম্মদ বিন তুঘলকের থেকেও ওপরে। যা মনে আসে, তাই করেন।’ সবমিলিয়ে এদিন পুরশুড়া বিধানসভার খানাকুল ব্লকের রামমোহন এক নম্বর অঞ্চলে এসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন।

‘২০২৬-এ ভোটের পর তৃণমূল নেতাদের বাংলাদেশেই যেতে হবে’

বাংলাদেশের নাগরিকত্বের পরামর্শ জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বুধবার প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এলাকায় অবৈধ কয়লা, লোহা ও বালি পাচার রোখার দাবিতে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। এদিনের এই স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের নেতৃত্ব দিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি।

‘বিধানসভা ভোটের পর ক্ষমতায় থাকবে না তৃণমূল, বাংলাদেশে যেতে হবে তৃণমূল নেতাদের। তাই ওখানকার ভোটার লিস্টে ওরা নাম তুলে রাখুক। ওখানে ওরা ড্রেন সাফাই-এর কাজ করবে।’ বাংলাদেশি এবং তৃণমূল যোগ তুলে ধরে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় কর্মী, সমর্থকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, ‘২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের পর আর ক্ষমতায় থাকবে না তৃণমূল। এতদিন তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে জিতেছে। এবার তা সম্ভব হবে না। ক্ষমতা হারানোর পর পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল নেতাদের থাকার জায়গা হবে না। তাঁদের গিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশেই। তাই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিতে হবে তাঁদের। এখানে তাঁরা ক্ষমতায় থাকবে না, তখন এখানে তাঁদের কোনও কাজ করতে দেব না আমরা। ফলে বাংলাদেশে গিয়ে ওরা ড্রেন সাফাইয়ের কাজ করবে। এখন থেকেই বাংলাদেশের ভোটার লিস্টে এখানকার তৃণমূল নেতারা নাম তুলে রাখুক।’ এর জন্য তৃণমূল নেতাদের বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান ইউনূসের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তিনি।

ফের বড়সড় সাফল্য ইন্দাস পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বড়সড় চুরির কিনারা করল রাজ্য পুলিশ। ইন্দাসের ভাটপুকুরে একটি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত-সহ একজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল ইন্দাস থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতো সোমবার রাতেও ভাটপুকুর বাজারে নিজের স্বর্ণালঙ্কারের দোকান বন্ধ করে দীঘলগ্রামের বাড়িতে চলে যান শান্তনু দে নামে এক ব্যবসায়ী। পরদিন মঙ্গলবার সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখেন দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে বেশ কিছু রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। বিষয়টি তৎক্ষণাৎ তিনি স্থানীয় আকুই ফাঁড়িতে জানালে পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে শেখ মনিরুল ওরফে রোমিও নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই চুরির দ্রব্য কেনার অভিযোগে বামনিয়া বাজারের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকেও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তার কাছ থেকে ‘চুরি’ যাওয়া গয়না পুলিশ উদ্ধার করে। ব্যবসায়ী শান্তনু দে বলেন, ‘আমাদের দোকানে চুরির বিষয়টি আকুই ফাঁড়িতে জানানোর পর পরই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশি তৎপরতায় আমরা খুশি।’ বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, ‘ওই দোকানে চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরির দ্রব্য কেনার অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

বেহাল রাস্তার জমা জলে জাল ফেলে বিক্ষোভে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান শহরে একাধিক রাস্তা বেহাল। অধিকাংশ রাস্তায় জমে রয়েছে বৃষ্টির জল। প্রতিবাদে নামে কংগ্রেস কর্মীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা জাতীয় কংগ্রেস আইএনটিইউসি-র পক্ষ থেকে বর্ধমান শহরে রাস্তার ওপরে জাল ফেলে প্রতীকী মাছ ধরে প্রতিবাদ জানানো হয়। তাঁদের অভিযোগ, বর্ধমান শহরে চারিদিকে রাস্তার বেহাল অবস্থা। ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে একটিও জায়গায় ভালো রাস্তা নেই। রাস্তার মধ্যে উঠে এসেছে পুকুরের জল। জল নিকাশির কোনও জায়গা নেই। বর্ধমান পুরসভাতেও বহু মানুষ এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। তারপরও কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মধ্যে পড়ছে। স্কুল বাস থেকে শুরু করে সাইকেল, মোটরসাইকেল, চার চাকা, রিকশা, টোটো, প্রতিটি গাড়ি এই সমস্ত রাস্তার ওপর থেকে যাতায়াত করে। ফলে সমস্ত গাড়িকেই ঝুঁকি নিয়েই পারাপার করতে হয় বর্ধমান শহরে ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে। তারই প্রতিবাদে এদিন রাস্তার মধ্যে মাছ ধরার জাল ফেলে প্রতিবাদ জানানো হয়। আইএনটিইউসির নেতা গৌরব সমাদ্দার জানিয়েছেন, ‘বর্ধমান শহরের একটা দুটো রাস্তা নয়। প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডের ভেতরে কমবেশি সব রাস্তাই বেহাল। পুরসভার কোনও হেলদোল নেই রাস্তা মেরামতের বিষয়ে। রাস্তার মধ্যে গর্তে বৃষ্টির জল জমেছে। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকায়, বৃষ্টির জল পুকুরে জমে উপচে রাস্তায় চলে আসছে। রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে।’

মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মেলা ঘুরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা। মৃত ৩ এবং আহত ৩। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরা থানা এলাকায়। মৃতদের নাম রাজু মুর্মু, শুভজিৎ মণ্ডল ও শ্রাবণ মণ্ডল। আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মগরা থানা পুলিশ। পুলিশ বাইক আরোহীদের স্থানীয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক রাজু, শ্রাবণ এবং শুভজিৎকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতরা চিকিৎসাধীন। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তদন্ত শুরু করেছে মগরা থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুই যুবক পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। এদিন তাঁরা মোটরবাইক নিয়ে বলাগড়ের ইনচুরায় ঝাপানের মেলা দেখতে গিয়েছিল। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, দু’টি বাইকে মোট ছ’জন যাত্রী ছিলেন। কারও মাথায় হেলমেট ছিল না।

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP) only for women:

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming of IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time	Address / Link for joining webinar
02 Aug 2025	Physical	06.00 PM	Hotel Royal Height, James Long Sarani, 9B, Shahid Dinesh Gupta Road, Jadu Colony, Sarda Pally, Kolkata - 700034

For any queries/ clarifications please contact : Anurag Somaiya - 9674966362.

Date : July 30, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.

TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স সরস্বতী বাইন্ডার প্রা লি, শ্রী উত্তম সাহা (জামিনদাতা)
২৮৯, অজয়নগর, সন্তোষপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৫।

শ্রী রাজ সাহা	শ্রীমতি সোনালী সাহা
পিতা উত্তম সাহা প্রয়াত সরস্বতী সাহার আইনি উত্তরাধিকারী, ২৮৯, অজয়নগর, সন্তোষপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৫	পিতা উত্তম সাহা প্রয়াত সরস্বতী সাহার আইনি উত্তরাধিকারী ২৮৯, অজয়নগর, সন্তোষপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৫

রেফারেন্স নং SBI/SARB-SB/KK/2025-26/316 **তারিখ ১৮.০৭.২০২৫**

মহাশয়া/প্রিয় মহাশয়

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সরস্বতী বাইন্ডার প্রা লি (CIF NO. 85946914019)

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৫.০৪.২০১৩** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৭.০৬.২০১৩** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯, অধীন, অজয়নগর, সন্তোষপুর, থানা : যাদবপুর, জেএল নং ২৮, আরএস নং ৮ ১/২, তৌজি নং ১৫১, দাগ নং ২, ২/৪০, ২/৩৮, ২/৩৯, হাল খতিয়ান নং ২, দাগ নং ২, ৫, ১ এবং ৩, খতিয়ান নং ১-১৪, মৌজা : চকগণিয়াগাছি, জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা ১২ ছটাক ৪২ বর্গফুট **দলিল নং ১-১৯৮০৬-১৯৯২।**

আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮ / ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ **২৫.০৩.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা স্বপন কুমার চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী পুররিনি চক্রবর্তী** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,২৭,৮৮,০৫৫.১৪ টাকা** (এক কোটি সাতাশ লাখ অষ্টআশি হাজার পঞ্চান্ন টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **১,২৭,৮৮,০৫৫.১৪ টাকা** (এক কোটি সাতাশ লাখ অষ্টআশি হাজার পঞ্চান্ন টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১০.০৫.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ। আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

বিক্রয় দলিল নং ১-০১১৪০ তারিখ ০৮.০৩.২০০১

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিনতলা ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১ ছটাক এবং ২৬ বর্গফুট, স্বত্ব পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মন্ডলপাড়া গ্রাম, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৯০, তৌজি নং ২৩, ২৬, ৩২, ৪১১, খতিয়ান নং ১১৮, দাগ নং ১৮ এবং ১৯, প্রেমিসেস নং ২৩এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা : ৭০০০৩৪, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সম্পত্তি অবস্থিত ৬৩১, ডায়মন্ড হারবার রোড; **দক্ষিণে :** ঝর্ণা গুহ এর ভবন; **পূর্বে :** ১০ ফুট সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** ভবন।

এবং তদস্থিত নির্মাণ এবং সংস্থাপন বর্তমান ভবিষ্যতের সমুদয়।

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫ — **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১ ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) রুল ৮(১)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সুপার স্টার ইলেক্ট্রনিকস** (স্বত্বাধিকারী : শ্রী অরুণ মালিক) ঠিকানা - ৪৫৭, দমদম পার্ক, পো - বাঙ্গুর এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৫৫ এবং জামিনদাতাগণ শ্রীমতি পাপিয়া মালিক ঠিকানা - ৪৫৭, দমদম পার্ক, পো - বাঙ্গুর এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৫৫ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮৪,১৮,৭২৬.০০ টাকা** (চুরাশি লাখ আঠার হাজার সাতশ ছাব্বিশ টাকা) **এবং ১৮.০৪.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮.০৭.২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **৮৪,১৮,৭২৬.০০ টাকা** (চুরাশি লাখ আঠার হাজার সাতশ ছাব্বিশ টাকা) **এবং ১৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১৮.০৪.২০২৫ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদ

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় একতলা ভবনের পরিমাণ আনুমানিক বিল্ট আপ এরিয়া ৭১২ বর্গফুট, দোতলা ভবনে অবস্থিত প্লট নং ২৭৮ দমদম পার্ক, ওয়ার্ড নং ২১ (পুরানো) বর্তমানে ২৮ দক্ষিণ দমদম পুরসভা সার্কেল নং ৭, এবং ৫০ শতাংশ জমি পরিমাণ আনুমানিক ১১৯৮ বর্গফুট উক্ত প্রেমিসেসে। বিস্তারিত দলিল নং ০২৬৮৬-২০১৪ সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত **শ্রীমতি পাপিয়া মালিক** স্বামী শ্রী অরুণ মালিক এর নামে। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : প্লট নং ২৭৯ দমদম পার্ক; পূর্বে : প্লট নং ২৭৮, দমদম পার্ক; হোল্ডিং নং ২৭৫ বি,; পশ্চিমে : ৪০ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ - ২৮.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কলকাতা — এসবিআই এসএআরবি- সাউথ বেঙ্গল

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002-এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL17000310, KOLHL20000153	1. ভোলা ঘোষ - ঋণগ্রহীতা 2. দ্বীপান্বিতা ঘোষ - সহ-ঋণগ্রহীতা 3. ঋতিকা কেবেল নেট ওয়ার্ক (ইহার মালিক ভোলা ঘোষ-এর মাধ্যমে) - সহ-ঋণগ্রহীতা 4. আইনি উত্তরাধিকারীগণ (মৃত সহ-ঋণগ্রহীতা বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষ-এর) - সহ-ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি - I জমির সমস্ত খণ্ড অংশের পরিমাপ 2 কাঠা 34 বর্গফুট, যা সামান্য কম বা বেশী হবে (প্লট নং ডি হিসাবে চিহ্নিত), উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, টিটাগড় থানার অন্তর্গত, মৌজা - চানক, জে.এল. নং 4-তে আর.এস. খতিয়ান নং 327/2 অধীনে আর.এস. দাগ নং 1246-এর অংশ গঠন করছে, যেটা ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 7, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, 24 পরগণা উত্তর, ভারত 700122 অধীনে, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এন-5/2, হরিসভা রোড হিসাবে বিদিত ও নাম্বারযুক্ত (পূর্বতন মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 5(4), হরিসভা রোড, থানা - ব্যারাকপুর-এর অংশ গঠন করছে), যেটাতে একত্রে প্রায় 1000 বর্গফুটের মোট কভার্ড এরিয়া থাকা একটা একতলা ইমারত আছে এবং কথিত পরিসর নিম্নরূপে চতুর্সীমা যুক্ত : পূর্ব - লট ‘সি’ এবং প্রাইভেট কমন প্যাসেজ; পশ্চিম - মতিলাল ঘোষ-এর সম্পত্তি; উত্তর - হরিসভা রোড; দক্ষিণ - পরেশ ঘোষ-এর সম্পত্তি	20.05.2025	20/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 34,76,219.27/- (চৌত্রিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার দু'শো উনিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র)	28.07.2025 প্রতীকমূলক দখল
H17299290921030011	1. মেসার্স জে.এস.এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক শ্রী রাজশ্রী সাহা'র মাধ্যমে) - ঋণগ্রহীতা 2. জয়ন্ত রঞ্জিৎ প্রসাদ সাহা এবং রাজশ্রী জয়ন্ত সাহা - সহ-ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি - I কম-বেশী 1300 বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপ হওয়া, সেকেণ্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ দিকে, ফ্ল্যাট নং এ, যেটা সকল পথাধিকারের সঙ্গে একত্রে জমি ও কমন অংশ তথা ভাগে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে, 24 পরগণা (উত্তর) জেলাতে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10 হওয়া, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় এক্তিয়ারের মধ্যে কাশীপুর দমদমে, অ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রেশন অফিস অধীনে, মৌজা - সুলতানপুর, থানা - দমদম, জে.এল. নং 10, আর.এস. নং 148, তৌজি নং 172/173, দাগ নং 667, 689, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121-তে থাকা ও অবস্থিত জমিতে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10-এ মৌজা - সুলতানপুর, থানা - দমদম, দাগ নং 667, 689, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121 অধীনস্থ।	09.05.2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 41,11,589.64/- (একচল্লিশ লাখ এগারো হাজার পাঁচশো উননব্বই টাকা চৌষট্টি পয়সা)	28.07.2025 প্রতীকমূলক দখল
H03502070522085621, H03502070522085621G	1. বিক্রমজীৎ নাথ - ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি - I ফ্ল্যাট/ইউনিটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের কম-বেশী 1281.25 বর্গফুট (কার পার্কিং জায়গা ছাড়া) পরিমাপ হওয়া সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া যুক্ত দক্ষিণ দিকে (পিছনের অংশে) থার্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং -3, যেটা দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং - 24/1, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, থানা - যাদবপুর, কোলকাতা - 700 032-এর অংশে এবং কথিত পরিসর কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল অফ কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে মৌজা - যাদবপুর, জে.এল. নং 35, সি.এস. খতিয়ান নং 66, সি.এস. দাগ নং 19, ওয়ার্ড নং 96-তে আছে ও অবস্থিত।	09.05.2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 73,77,768.87/- (তিয়াত্তর লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো আটষট্টি টাকা সাতাশি পয়সা)	29.07.2025 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 31.07.2025 — স্বাক্ষরিত
স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, পো - খানজানচক হলদিয়া
থানা - দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	**মেসার্স অ্যাপেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি স্বত্বাধিকারী : সৌম্য ভট্টাচার্য শাখা : হলদিয়া**	**সম্পত্তি ১ : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে সৌম্য ভট্টাচার্য, পিতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৬২০৪ তারিখ ২৭ জুন, ১৯৭৩, সাব রেজিস্ট্রার সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, অবস্থিত মৌজা : ভবানীপুর, থানা : ভবানীপুর, জেএল নং ১৫০, হাল খতিয়ান নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৫৪, প্লট নং ৮৬০/৮৬১ -১.২ ডেসিমেল /১৪.৪ ডেসিমেল মোট জমির এরিয়া ১৫.৬ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি প্লট নং ৬১ :** উত্তরে : ৪১ এনএইচ রোড; দক্ষিণে : প্লট নং ৮৬০। **প্লট নং ৮৬০ এর জন্য :** উত্তরে : প্লট নং ৮৬১; দক্ষিণে : সড়ক। **২. সম্পত্তি ২ : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে সৌম্য ভট্টাচার্য,** পিতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৫৭০ তারিখ ১১ মার্চ ১৯৭৪, সাব রেজিস্ট্রার সুতাহাটা, মৌজা : ভবানীপুর, থানা : ভবানীপুর, জেএল নং ১৫০, হাল খতিয়ান নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ৩০২, প্লট নং ৮৫৮/৮৫৯, -১৫ ডেসিমেল/২ ডেসিমেল মোট জমির এরিয়া ১৭ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি প্লট নং ৮৫৯ :** উত্তরে : প্লট নং ৮৫৮; দক্ষিণে : সড়ক। **প্লট নং ৮৫৮ এর জন্য :** উত্তরে : প্লট নং ৮৬৯; দক্ষিণে : প্লট নং ৮৫৯। **স্বত্ব দলিল নং ১-৬২০৪/১৯৭৩ এবং ১-২৫৭০/১৯৭৪।** **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK1500APEX**	ক) ৩০.১১.২০১৮ খ) ২২৪.৩১ লাখ টাকা গ) ২৫.০৩.২০১৯ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ১,৬০,০৩,৫০০ টাকা ইএমডি : ১৬,০০,৩৫০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ	নিলাম পরিমাণের জন্য ইএমডি জমার তারিখ এবং সময়	ইএমডি জমার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
সমস্ত সম্পত্তির জন্য	০৫.০৯.২০২৫	২০ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টায়	৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : https://baanknet.com/ ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল : support.baanknet@psballiance.com

ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেল : support.baanknet@psballiance.com । অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।

পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে **https://baanknet.com/** নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।

পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।

পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (>=ইএমডি পরিমাণ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।

পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল : আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন। কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।

অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৫ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : হলদিয়া — **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

কাশ্মীরে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়েছে: জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বুধবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর, ২০১০-২০১৪ সালের মধ্যে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ২০০০-এরও বেশি থেকে শূন্যে নেমে এসেছে। গত তিন বছরে, কাশ্মীর উপত্যকা একদিনের জন্যও বন্ধ করা হয়নি। এখন স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়েছে, কেবল বিদেশী সন্ত্রাসীরা রয়ে গেছে। একজন সন্ত্রাসীর গড় আয়ু এখন মাত্র ৭ দিন। এটি সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতার ফলাফল।' জেপি নাড্ডা আরও বলেছেন, '২০০৫ সালের দিল্লি ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৬ সালের বারাণসী সন্ত্রাসী হামলা, ২০০৬ সালের মুম্বই লোকাল ট্রেন বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। মূল কথা হল, তখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সন্ত্রাস, বাণিজ্য ও পর্যটন অব্যাহত ছিল। নাড্ডা বলেছেন, ২০০৮ সালে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জয়পুর বোমা বিস্ফোরণের পর ভারত ও পাকিস্তান একটি নির্দিষ্ট আস্থা তৈরির পদক্ষেপে একমত হয়েছিল, তাদের (তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের) তোষণের সীমা আমাদের বুঝতে হবে।'

মথুরা-কোটা রুটে চালু হল 'কবচ ৪.০', রেল নিরাপত্তায় ঐতিহাসিক মাইলফলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি-মুম্বই উচ্চ ঘনত্বের রেলপথে মথুরা-কোটা রুটে 'কবচ ৪.০' প্রযুক্তি চালু করল ভারতীয় রেল। মাত্র কয়েক মাসে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব একে 'রেল সুরক্ষায় এক ঐতিহাসিক সাফল্য' বলে মন্তব্য করেছেন। এই প্রযুক্তি সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে উন্নীত এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' দর্শনের ফসল। কবচ এমন এক ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা, যা গতি নিয়ন্ত্রণ করে, জরুরি পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক লাগায়, এবং ঘন কুয়াশাতেও চালককে সিগন্যালের তথ্য কেবিনের ভিতরে দেখায়। এটি (Safety Integrity Level 4') মানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা স্তরে তৈরি। ২০১৫ সালে এই প্রযুক্তির উন্নয়ন শুরু হয়। প্রথমে দক্ষিণ মধ্য রেলপথে এটি পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়। ২০২৫ সালের মে মাসে কবচ ৪.০ সংস্করণ ১৬০ কিমি/ঘণ্টা গতির জন্য অনুমোদিত হয়। আগামী ৬ বছরে গোটা দেশে কবচ প্রযুক্তি চালুর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রেল জানায়, ইতিমধ্যেই ৩০ হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এবং ১৭টি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কবচ ভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করতে চুক্তি হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্থাপনে ৫৮৫৬ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার, ৬১৯টি টেলিকম টাওয়ার, ১১০৭টি লোকো এবং ৭০৮টি স্টেশনে কবচ বসানো হয়েছে। রেল সুরক্ষায় প্রতি বছর ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে ভারতীয় রেল। কবচ তারই অন্যতম প্রমাণ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/১৩/২০২৫ তারিখ ২৮.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রমুখ ইত্যাদি যাঁদের কাছে বৈধ ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁদের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং এসএএনডিটি-কন-১৩-২০২৫-এইচডব্লুএইচ, কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে চন্দনপুর-শক্তিগড় ৪র্থ লাইনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে চন্দনপুর থেকে শক্তিগড় পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সংক্রান্ত বাধা অপসারণ ও এই বিষয়ানুষঙ্গিক কাজকর্ম। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,৪৭,৫১,২৮১ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৩,৭৩,৮০০ টাকা যা এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। (১) টেন্ডার খোলার তারিখের থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত প্রস্তাবের এবং বায়না অর্থের বৈধতা বজায় থাকবে। **(২) টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৮.২০২৫ সকাল ১১টায়। **(৩) কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডেও দেখতে পাওয়া যাবে।

CON-28/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৪-২৫, তারিখ ২৫.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং **ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৪-২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে মেন লাইনে ট্রিপিং কমানোর দ্বারা সেকশনিং ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মেন (বিএম) লাইনের বিভিন্ন ইয়ার্ড, সাইডিং-এ ব্রেকার-এর পরিবর্তে সার্কিট ব্রেকারের ব্যবস্থা করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,০৫,৯২,৬০০.৪৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৪,৫৩,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-215/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

The undersigned is invited NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET- 06/OSR/2025-26. Dated: 29/07/2025. Bid submission closing date: 11/08/2025 at 12 noon (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 13/08/2025 at after 2 PM. Details on: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat,
Nakashipara Block, Nadia.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৫-৩২ তারিখ ২৯.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিশদ অনুসারে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ওন্দাগ্রাম স্টেশনে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৪,৮৬,৮৬৯ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা এবং টেন্ডার খোলা হবে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের** পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (PR-459)

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/234/25-26 Dated 30.07.2025

E-Tenders are being Invited for: INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREETLIGHT EACH HAVING 5 NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Kandarpapur near Chambar of Shankar doctor, AT WARD NO_07 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 31.07.2025 at 11-00 hrs. **b)Tender Value:** Rs:1,07,295.37/- **c) Documents download starting date & time:** 31.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 07.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 11.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/235/25-26 Dated 30.07.2025

E-Tenders are being Invited for: INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5 NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) in Kusumba Sultan Para near House of Rofik, AT WARD NO_07 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 31.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs:1,07,295.37/- **c) Documents download starting date & time:** 31.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 07.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 11.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

টিটি খেলোয়াড় ও কোচেদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২ বছর ধরেই টেবিল টেনিসে বাংলায় একের পর এক সাফল্য আনছেন খেলোয়াড়রা। এবার সকলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এল বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিশেষ সাফল্যের জন্য খেলোয়াড় ও কোচেদের উৎসাহিত করতে সংবর্ধিত করল বিএসটিটিএ। এশিয়াড, এশিয়ান টেবিল টেনিস, সাউথ এশিয়ান টেবিল টেনিস থেকে আন্তর্জাতিক সাফল্য এনেছেন ঐহিকা, সুতীর্থা, অঙ্কুররা। তাদের সংবর্ধিত করা হল বাইপাসের ধারে এক গেট টুগেদারে। যেখানে একডজন টিটি খেলোয়াড়কে সংবর্ধিত করার পাশাপাশি চার কোচকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। টিটি খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, বোধিসত্ত্ব চৌধুরী, পুনিত বিশ্বাস, অঙ্কোলিকা চক্রবর্তী, আদিত্য দাস, সোহম মুখার্জী, সিন্ড্রেলা দাস, আয়ুশী নন্দী, প্রতীতি পাল, রূপম সরদার। আর চার কোচ হলেন ক্রীড়াগুরু তপন চন্দ্র সৌরভ চক্রবর্তী শুভজিত সাহা অনিন্দিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্মসচিব শর্মী সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য কর্তারা।

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet No. - **05 of 2025-2026 (16th CFC-Untied)** with vide Memo No.**264/16th C.F.C/KGP/2025, Dated: 30/07/2025** by. The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **08/08/2025 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.

Sd/- Prodhan
Kashipur G.P.

TENDER NOTICE

Sealed tenders in duplicate are invited from bonafide and experienced contractors for the "Proposal for Development and Repairing Work of United Missionary Girls' High School" at 3 Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Estimated amount: Rs. 25,00,000/-.Tenderers must submit documents including Trade License, PAN, P-Tax, GST Registration, Credential Certificates, and last 3 years' audited report. Earnest money deposit: 2% of estimated amount. Time of completion: 6 months. Tenders can be submitted from **31.07.2025 to 20.08.2025.** Tender Opening Date: **22.08.2025 (4:30PM).** Tenders to be addressed to "The Secretary, United Missionary Girls' High School, 3 Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020." The school reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason.

Secretary
United Missionary Girls' High School

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/233/25-26 Dated 30.07.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5 NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN GARIA MILAN SANGHA CONNECTOR, AT WARD NO_06 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 31.07.2025 at 11-00 hrs. **b)Tender Value:** Rs:1,07,295.37/- **c) Documents download starting date & time:** 31.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 07.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 11.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of 09 No Ring Well at DVC More Bhagat Singh Colony (W-31), Labour Hat Masjid Para (W-31), Nuniapara 1 & 2 (W-31), Najrul Pally (W-30), Najrul Pally Khatalpara (W-30), BOGL Plant Site (W-30), under DMC.

e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-56/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_885053_1 • Estimated Amount : 7,94,996/-

Last Date : 07th August 2025, up to 5:00 pm

For details : wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

BARRACKPORE MUNICIPALITY

B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 12/25-26/HCS/T Dated 30.07.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **14.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo No: 564/GM/NIT/W.S/25-26 e-Tender No:- WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-2 (e)/25-26
Dated: 28.07.2025 DT.:-30.07.2025

The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. **Name of the work:** Repair & damaged pipe line at head work site of Gobardanga Municipality Water Supply. Tender Submission start:- **31.07.2025 at 11.00 AM.** Tender Submission closing:- **18.08.2025 at 6.00 PM.** For details visit: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman
Gobardanga Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)

Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 207 to 216/ 2025-2026 Dated- 30-07-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, Paschim Medinipur, Uttar Dinajpur, Purulia, Nadia, Murshidabad, Coochbehar and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **31-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **18-08-2025 upto 3.00 pm**

Date: 30.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

MANAKSIA STEELS LIMITED

5 STAR SUPER COLOUR — A Product of MSL INDIA | AN ISO 9001 : 2015 COMPANY | 5 STAR SUPERLUME — A Product of MSL INDIA

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়নস রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২১,৭৪৯.০৮	৬৩,৪২৫.৭০	১৬,৫১৭.৮৪
মোট রাজস্ব	২১,৯৯৯.৬৯	৬৪,৬৭৯.২৬	১৬,৮৯৮.০০
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,৩২৫.৯৩	২,৭৩১ .২০	৬৯০.৭৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৮৬১.৬১	১ ,২৭৩.০৫	৩৭৫.৫১
ব্যতিক্রমী দফা	-	(৭৩.০৬)	(৪২.৯৭)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৮৬১ .৬১	১ ,১৯৯.৯৯	৩৩২.৫৪
কর ব্যয়	২১৩.০২	২২৫.০১	১৬৯.৫৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬৪৮.৫৯	৯৭৪.৯৮	১৬২.৯৭
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	১,১৯৯.৯৩	(১,১০৭.৯৮)	১২০.৬৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
অন্যান্য ইক্যুইটি(পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	২৮,২৮০.৯৯	-
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	০.৯৯	১.৪৯	০.২৫
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.৯৯	১.৪৯	০.২৫

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০,০৯৭.৭৮	৫৮,৪১ ৮.০৯	১৫,৬৩০.৬৬
মোট রাজস্ব	২০,৩৪৮.৩৯	৫৯,৭৮১ .৮৩	১৬,০১০.৮১
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,২৫৪.০৪	২,৫৬৮.৬৮	৬৩৮.৮০
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮২৮.৩৭	১,২৬৩.২৯	৩৬৯.৯৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৬৩৪.৭১	৭০.২৬	২৩২.৫৯

দ্রষ্টব্য:

(ক) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।

(গ) কোম্পানিটি ১০ জুন, ২০২৫ তারিখ থেকে নতুন অ্যালুজিঙ্ক কোটেড স্টিল লাইন সফলভাবে চালু করেছে।

(ঘ) ৩১ মার্চ ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য গোষ্ঠীর সম্মিলিত আর্থিক ফলাফলে রিপোর্ট করা অসাধারণ আইটেমে নাইজেরীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে উদ্ভূত বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি মূলত গোষ্ঠীর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

(ঙ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

Key Highlights Financial Results

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে ও জন্য
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ জুলাই, ২০২৫

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৭,৩৩৮.৮৯	৭৩,১০৪.৮৩	১০,৫১২.৬১
মোট রাজস্ব	১৮,৭০৪.৭৫	৭৮,৫৩৬.৮৯	১২,৬২২.৭৭
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	২,৩৫৯.৪১	১০,৮৪৭.৯৪	৩,৫১ ৯.৮৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,১৫৯.৯৮	৯,১২৯.৪৯	৩,১৫০.২৫
ব্যতিক্রমী দফা	-	৬৫০.৮৪	৩৭৪.৫৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,১৫৯.৯৮	৮,৪৭৮.৬৫	২,৭৭৫.৬৮
কর ব্যয়	৬২১ .২০	২,৬৬৬.২৭	৯১৯.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৫৩৮.৭৮	৫,৮১২.৩৮	১,৮৫৬.৫৯
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	১,৯৭২.০১	২,৪০২.১৭	(১৭০.৯২)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	৫৫,৯১০.০৫	-
শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	২.২৯	৮.৫৪	২.৬০
(খ) মিশ্রিত (₹)	২.২৯	৮.৫৪	২.৬০

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,১২২.৪৮	১৬,৫৮২.৬৯	১,২৪৪.০১
মোট রাজস্ব	৩,৪০৮.৬২	১৭,৫৪৬.০৬	১,৫৬১.৯৫
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩০৯.১৮	৮২৪.২১	১৫০.৬৩
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	২৮২.৮১	৬৯২.৮১	১৪১.৩০
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	২১০.৯১	৬০৪.৬৭	১১৯.৫৬

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(খ) মানাকসিয়া লিমিটেড, এর সাবসিডিয়ারি এবং স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মানাকসিয়া ওভারসিজ লিমিটেড, এমআইএলএল লিমিটেড, মার্ক স্টিল লিমিটেড, ডায়নাটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ঘানা লিমিটেড এবং জেব্বা পেপার মিলস লিমিটেড নিয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল রয়েছে।

(গ) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, কোম্পানিজ এ্যাক্ট ("ডিমার্জার স্কিম") ২০১৩ এর সেকশন ২৩০ থেকে ২৩২ এর অধীনে একটি ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, কোম্পানির দেশীয় সত্তাগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক প্রতিষ্ঠান মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে পরিচালিত ধাতব পণ্য ব্যবসার (ডিমার্জার স্কিম হিসাবে সংজ্ঞায়িত) বিচ্ছেদের জন্য।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর কাছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরও অনুমোদন সাপেক্ষে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে তাদের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তির অপেক্ষায়, প্রস্তাবিত বিচ্ছেদের কোনও প্রভাব নিশ্চিত করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক বিবৃতিতে তা উল্লেখ করা হয়নি।

(ঘ) ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য গ্রুপের একত্রিত আর্থিক ফলাফলে যে ব্যতিক্রমী ক্ষতির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নাইজেরিয়ান মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে সৃষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষতিগুলি মূলত নাইজেরিয়ায় গ্রুপের সহায়ক সংস্থাগুলির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

(ঙ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত পুরো আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত প্রকাশিত বার্ষিক পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান যা আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সমাপ্তির তারিখ যা সীমিত পর্যালোচনাসাপেক্ষ ছিল।

(চ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির যা ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) এবং কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ যা সংশোধিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৬ অনুসারে ও বন্দোবস্তমতো তৈরি করা হয়েছে।

(ছ) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত/যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।

(জ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com -তে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন সাজাও যতনে

বসার ঘরে যেভাবে সৌন্দর্য ও স্বস্তি দুটোই পাবেন

অধিকাংশ বাড়ির অন্দরের পরিধিই ছোট হয়ে এসেছে। বাড়িতে তাই আয়েশি সময়যাপনের আলাদা জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবে অন্দর ছোট হলেও পরিবারের সদস্যদের নিজের মতো করে সময় কাটানোর ব্যবস্থা বসার ঘরেই হতে পারে। প্রয়োজন বুঝে সেই আয়োজন করে নেওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

আধুনিক অন্দরসজ্জার ধারাটাই এমন, যাতে সৌন্দর্য ও স্বস্তি দুটোই প্রাধান্য পায়। অন্দরের আকার অনুযায়ী খানিকটা ভিন্ন ধাঁচের আসবাব গড়িয়ে নেওয়ার চলও রয়েছে। সাদাসিধে, হালকা নকশার আসবাব আর প্রকৃতির খানিকটা পরশে আধুনিক অন্দর হয়ে উঠছে প্রশান্তিদায়ক।

সময় কাটুক আরামে

কয়েক বছর ধরেই জনপ্রিয় ছিল কিছুটা কম উচ্চতার সোফা। তবে এসব সোফা ছিমছাম দেখালেও অনেকের জন্য খুব একটা আরামদায়ক নয়। তাই এই সময়ের সোফার উচ্চতা এমন রাখা হচ্ছে, যাতে বসা কিংবা উঠে দাঁড়ানোর সময় কেউ অস্বস্তি বোধ না করেন। সুস্থতা ও স্বস্তি নিশ্চিত করতে সোফার জন্য ভালো মানের ফোম বেছে নেওয়াও জরুরি। এক, দুই কিংবা তিনজন বসার উপযোগী সোফার চল আগে থেকেই ছিল। এগুলোর পাশাপাশি এখন চারজন বসার উপযোগী সোফাও করা হচ্ছে। সোফায় ব্যবহৃত কাপড়ের রঙের সঙ্গে কিছুটা বৈপরীত্য রেখে বেছে নেওয়া হচ্ছে কুশন কভারের রং। ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো আসবাব গড়ে তার একটা দিক সোফা আর অন্য দিকটা ডিভান হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তা ছাড়া জনপ্রিয়তা পাচ্ছে মাল্টিপারপাস সোফা। এ ধরনের সোফায় বেশ কয়েকজন বসে আড্ডা দেওয়া যায়, আবার প্রয়োজনে অতিথির শোবার ব্যবস্থাও করা যায়। ঘরের একটা পাশে আয়েশ করে মেঝেতে বসার আয়োজনও রাখছেন কেউ কেউ। সেখানেও থাকছে আরামদায়ক কুশন। কেউ কেউ আবার ইজিচেয়ারের মতো আয়েশি আসনের ব্যবস্থাও রাখছেন।

আরও আয়োজন

বসার ঘরের একদিকে বই রাখার চলও অনেক আগে থেকেই রয়েছে। এখনো চলছে সেই ধারা। অবসরে হাতের কাছে থাকা একখানা বই অনায়াসেই সেখান থেকে নামিয়ে নিতে পারবেন। অন্দরের উপযোগী গাছ এখন দারুণ জনপ্রিয়। নানা ধরনের গাছ রাখা যেতে পারে। বসার ঘরের সঙ্গে বারান্দা থাকলে সেখানেও রাখা যায় ভিন্ন ধরনের কিছু গাছ। গাছপালা থাকলে অন্দরে প্রশান্তি আসে। বেশ কিছু গাছপালা রাখা হলে বাতাসটাও হয়ে ওঠে আরামদায়ক। দেয়ালসজ্জায়ও চমৎকার কিছু অনুষঙ্গ যোগ করতে পারেন। সব মিলিয়ে পরিবেশটা হয়ে উঠবে অসাধারণ।

আলোছায়া আর হাওয়া

প্রাকৃতিক আলো আর বাতাস যদি ঢোকে, তাহলে আপনার বসার ঘরের পরিবেশ থাকবে সতেজ। তাই যতটা সম্ভব আলো-বাতাস ঢোকার সুযোগ রাখুন। আবার ধরুন, সন্ধ্যায় বা রাতে কিছুটা সময় বসার ঘরে বই পড়বেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন উজ্জ্বল কোনো কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হবে। ওই ঘরে ওই সময়ে থাকা অন্যদের হয়তো এতটা আলো না হলেও চলে। এমন সময়ের জন্য আলাদা আলোর ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন, যা কেবল নির্দিষ্ট জায়গায়ই উজ্জ্বল আলো দেবে। আপনার অন্দরসজ্জায় মানানসই হবে, এমন একটি টেবিল ল্যাম্প বা ফ্লোর ল্যাম্প রাখতে পারেন বসার ঘরে। আবার অতিথি এলে পুরো ঘরটাই যাতে আলোকিত থাকে, সেই ব্যবস্থাও রাখুন।

সৌন্দর্য বাড়াতে বোটক্স করা কতটা ভালো

সৌন্দর্য ও তারুণ্য ধরে রাখতে এ দেশেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বোটক্স। মুখে বয়সের ছাপ কমিয়ে, মসৃণ ও প্রাণবন্ত চেহারা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই চিকিৎসাপদ্ধতি। বোটক্স শব্দটি এসেছে বটুলিনাম টক্সিন থেকে। এটি একধরনের প্রোটিন, যা ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়।

বোটক্স প্রয়োগ করা হয় ইনজেকশনের মাধ্যমে। এটি বলিরেখা ছাড়াও অন্যান্য সূক্ষ্ম রেখা কমাতে সাহায্য করে। যে কারণে ত্বক দেখায় আরও তরুণ। এটি একটি নন-সার্জিক্যাল কসমেটিক পদ্ধতি, যা মুখের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে আছে কপাল, চোখের চারপাশ ও ঠোঁটের আশপাশ। যদিও এটি একটি বিষাক্ত পদার্থ, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ও সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা হলে এটি নিরাপদ ও উপকারী।

বোটক্স যেভাবে কাজ করে

আমাদের মুখের বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যেমন হাসি, রাগ বা চিন্তার ফলে মাসল সংকোচন হয়। বারবার এ সংকোচনের ফলে ত্বকে ভাঁজ বা বলিরেখা পড়ে। বোটক্স ইনজেকশন মাংসপেশির ওই সংকোচনপ্রক্রিয়াকে সাময়িকভাবে শিথিল করে দেয়। এটি স্নায়ু ও মাসলের সংযোগস্থলে অ্যাসিটাইলকোলিন নামে একধরনের রিসিপ্টরকে ব্লক করে, ফলে স্নায়ু থেকে মাসলে সংকোচনের সংকেত পৌঁছায় না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মাসল শিথিল থাকে আর ওই জায়গার বলিরেখা কমে যায় বা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়। ত্বক দেখায় মসৃণ।

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বোটক্স

- কপালে বলিরেখা দূর করে।
- চোখের পাশের কুঁচকে যাওয়া বা ক্রস ফিট কমায়।
- ভ্রুর মাঝের ভাঁজ কমায়।
- ঠোঁটের পাশের রেখা ও চোয়ালের অংশকে সুগঠিত করে।
- কিছু ক্ষেত্রে ঘাম কমাতেও সাহায্য করে।

চিকিৎসায় ব্যবহার

- বোটক্স দীর্ঘস্থায়ী মাইগ্রেন কমাতে সাহায্য করে।
- চোখের পাতা ঝুলে যাওয়া বা চোখের পাতার খিঁচুনি কমাতে বোটক্স ব্যবহার করা হয়।
- এ ছাড়া প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা, অতিরিক্ত লালা ঝরার মতো অসুখেও বোটক্স ব্যবহার করা হয়।

প্রভাব ও স্থায়িত্ব

বোটক্স প্রয়োগের প্রভাব সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দেখা যায়। এটি তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর আবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে।

সতর্কতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

- যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বোটক্স নিরাপদ, তবু এটি প্রয়োগের পর কিছু সাময়িক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন হালকা ব্যথা, ফোলা ভাব, মাথাব্যথা বা ইনজেকশনের স্থানে অস্বস্তি। তাই অবশ্যই এটি প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে করা উচিত।
- বয়সের ছাপ লুকিয়ে তারুণ্য ধরে রাখতে বা সৌন্দর্য বাড়াতে বিশ্বজুড়ে বোটক্স এখন একটি জনপ্রিয় ও কার্যকর উপায়। তবে মনে রাখা উচিত, সৌন্দর্য শুধু বাহ্যিক নয়, আত্মবিশ্বাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান।

বাজার খরচ কমাতে এবং স্বাদ বাড়াতে কেনার ভাবনা ছেড়ে ব্যালকনি-ছাদে সহজেই লাগান এই সবজির গাছগুলো

বাজারে দিন দিন সবজির দাম বেড়েই চলেছে। সঙ্গে নানা ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার তো রয়েইছে! তাই পকেট ও স্বাস্থ্য বাঁচাতে বাড়ির ব্যালকনি কিংবা ছাদেই লাগাতে পারেন বিভিন্ন সবজির গাছ। তাছাড়া বাড়িতে একটুকরো সবুজ থাকলেই নিমেষে ভাল হয়ে যায় মন। বাড়তি প্রাপ্তি দূষণ থেকে মুক্তি, পর্যাপ্ত অক্সিজেন এসব কিছু তো রয়েছেই। বিশেষ করে কিছু সবজি আছে যা বাড়িতে বেশ দুর্দান্ত হয়। যা বাজারের সবজির চেয়ে স্বাদেও অন্যরকম হবে।

ধনেপাতাঃ আমিষ হোক বা নিরামষ, রান্নায় ধনেপাতা যোগ করলে স্বাদই বদলে যায়। বাজার থেকে না কিনে বাড়িতেই সহজে ধনেপাতা চাষ করতে পারেন। যার জন্য টবেরও প্রয়োজন নেই, পুরনো কোনও গামলা বা বড় বাটিতে মাটি দিয়ে ধনেপাতার বীজ ছড়িয়ে দিন। সামান্য যত্নে ৭-১০ দিনের মধ্যে গাছ বেরিয়ে যাবে।

মেথি

মেথি ভারতীয় রান্নার অন্যতম একটি উপকরণ। যা তরকারি, পরোটা এবং মসুর ডাল সহ বিভিন্ন নিরামিষ সবজিতে ব্যবহৃত হয়। মেথি বীজ থেকে দ্রুত জন্মায়। ভাল সূর্যালোক এবং মাঝারি জল হলেই মেথির জন্য যথেষ্ট।

ক্যাপসিকাম

যে কোনও রান্নার স্বাদ বাড়িয়ে দিতে পারে ক্যাপসিকাম। সবুজ, লাল, হলুদ যে কোনও ক্যাপসিকাম গাছ ব্যালকনিতে দিব্যি বড় করতে পারেন। সঠিকভাবে মাটি, সার দিলে ফলন হবে ভাল।

পুদিনা

সতেজ এবং সুগন্ধযুক্ত চাটনি, পানীয় এমনকী সুস্বাদু খাবারের জন্য আদর্শ পুদিনা। এই গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কোনও বাধা না পেলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও পাত্রে পুদিনা গাছ চাষ করলে খুব বেশি ছড়িয়ে যাবে না।

পালংশাক

বাড়িতে পালংশাকও সহজে চাষ করা যায়। গামলায় মাটি ফেলে ধনেপাতার মতো এই শাক দিব্যিও ফলন হতে পারে। খুব বেশি রোদ লাগে না। মাত্র এক মাসের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায়।

টমেটো

টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। খুব সহজে ছাদে বা ব্যালকনিতে ফলিয়ে নিতে পারেন টমেটো। টমেটোর বিভিন্ন প্রজাতি হয়। সেই অনুযায়ী স্বাদ এবং তার পরিচর্যাতেও পার্থক্য হয়। টমেটো উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য রশ্মির প্রয়োজন হয়।

রূপচর্চার দুনিয়ায় ট্রেন্ডিং এই সব সিরাম কি সকলের জন্য ভালো? ভিটামিন সি থেকে রেটিনল, রকমারি ফেস সিরামের হাজার গুণ!

আজকের দিনে ত্বকের যত্নে ফেস সিরাম সকলের কাছেই পরিচিত। জেল, তেল এবং জল-ভিত্তিক ফর্মুলার মতো বিভিন্ন আকারের সিরামগুলো হালকা দ্রুত ত্বকে শোষণ হয়ে যায়। বর্তমানে ভিটামিন সি, রেটিনল, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড এবং নিয়াসিনামাইড সিরাম সমাজ মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ফেস সিরামের কাজ কী

ফেস সিরাম ত্বককে গভীরভাবে হাইড্রেট এবং পুষ্টি জোগায়। ভিটামিন সি এবং নিয়াসিনামাইড সিরাম ত্বকের রং উজ্জ্বল করতে এবং দাগছোপ কমাতে সাহায্য করে। ত্বককে মসৃণ, নরম এবং দৃঢ় করে তোলে ফেস সিরাম। ত্বকের ধরণ এবং নির্দিষ্ট চাহিদা বুঝে সিরাম বাছাই করা উচিত।

কোন ত্বকের জন্য কী ধরনের সিরাম

- শুষ্ক ত্বকের জন্য হাইড্রেটিং সিরাম উপযুক্ত। শুষ্ক ত্বকে হাইলুরোনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন ই-যুক্ত সিরাম হাইড্রেশন বাড়াতে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।
- কালো দাগ কমাতে এবং ত্বক উজ্জ্বল করতে ভিটামিন সি সিরাম এবং ত্বকে দাগ এবং সূক্ষ্ম রেখা প্রতিরোধে অ্যান্টি-এজিং সিরাম ব্যবহার করা উচিত। সেক্ষেত্রে ত্বক সংবেদনশীল হলে কম সুগন্ধি এবং হালকা উপাদানযুক্ত সিরাম বেছে নিন।
- তৈলাক্ত বা ব্রণ-প্রবণ ত্বকের জন্য ব্রণ নিয়ন্ত্রণ সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত তৈলাক্ত নয় এমন সিরাম অতিরিক্ত তেল এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

সিরাম ও ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে পার্থক্য

ত্বকের যত্নে সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার দুইই অপরিহার্য, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন। ময়েশ্চারাইজার মূলত ত্বকের উপরের স্তরে কাজ করে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য। অন্যদিকে, সিরামের ঘনত্ব পাতলা এবং ত্বকের কোষের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে নিঁখুতভাবে সমাধান করতে পারে।

সিরাম ব্যবহারের নিয়ম

- হালকা ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন।
- যদি টোনার ব্যবহার করেন, তাহলে পরবর্তীতে সেটি ব্যবহার করুন।
- আঙুলের ডগায় ২ থেকে ৩ ফোঁটা সিরাম নিয়ে আলতো করে মুখে লাগান।
- এরপর ময়েশ্চারাইজার লাগান।
- দিনের বেলায়, ত্বকের সুরক্ষার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।
- রাতে, সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার বা নাইট ক্রিম লাগাতে পারেন।

বর্ষার মরশুমে বেহাল চুলের যত্ন নিন

লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনে কাটে অভিনেত্রীদের সারাদিন। তাই রোজ ত্বক ও চুলের বেশি যত্নের প্রয়োজন। বর্ষায় দরকার আরও বিশেষ যত্ন। এই সময় ত্বক-চুলের যত্নে কী করেন অভিনেত্রী অভিনেত্রীরা।

চুলের যত্নে

এক অভিনেত্রীর কথায়, চুলের জন্য আমি বরাবরই ফ্ল্যাক্সসিডের উপর ভরসা রাখি। তিন কাপ জলে প্রায় চার চামচ ফ্ল্যাক্সসিড ভিজিয়ে রাখি। এবার এই মিশ্রণটি মাঝারি আঁচে গরম করে নিই। জল ফুটতে শুরু করলে মিশ্রণটি যখন ঘন হয়ে যায় তখন নামিয়ে নিই। একটা পরিস্কার কাপড়ে জলটা ছেঁকে নিই। ফ্ল্যাক্সসিডের এই জেলটা সারারাত স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখা যায়। পরদিন সকালে সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেললেই হবে। এতে খুশকির সমস্যা দূর হয়ে যাবে। পাশাপাশি চুল পড়ার সমস্যাও দূর হয়ে যাবে। রাতে যখন ফ্ল্যাক্সসিডের জেল চুলে লাগাই, তাতে পছন্দমতো হেয়ার অয়েলও মিশিয়ে নিই মাঝেমধ্যে।

ত্বকের যত্নে

অভিনেত্রীর কথায়, ত্বকের যত্নে এই সময় গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ব্যবহার করি। টোনারের মতো করে দিনে দু'বার অন্তত ব্যবহার করি। এতে ত্বক হাইড্রেটেড থাকে। এছাড়াও যতটা সম্ভব কম মেকআপ ব্যবহার করার চেষ্টা করি। কারণ, বর্ষায় অনেক সময় মেকআপ ত্বকে বসতে চায় না। তাই প্রয়োজন না হলে রিস্ক নিই না।